Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

8
3/355
LIBRARY
No. 11/39
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ঈশোপনিষদের অপার মহিমা

PRESENTED

শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষদের অপার মহিমা

LIBRARY
No. 39
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
PRESENTED

শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক ঃ
শ্রী অশোক প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পীর জলীল, লখনউ।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য — এক টাকা

প্রিণ্টার ঃ
গোস্বামী প্রিন্টর্স,
মোতিনগর, লখনউ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/39
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

উৎসর্গ

মঙ্গলবার ২৩ শে জুলাই, ১৮৯৫, ভোর বেলা আমার জন্ম হয়। আমার ঠাকুরমা আনন্দে আমাকে বুকে লইয়া সকলকে আমার সম্বন্ধে বলেন, "আমার ঘরে অরুণ প্রকাশ উদয় হইল"। তখনই আমার নামকরণ স্থির হইয়া যায়। আমার ঠাকুরমা'র কবিত্বময় ভালবাসা ভাল লাগিত। তিনি যে কবি ছিলেন তাহা সেকালের মহিলা কবিদের নামের তালিকায় উল্লেখ ছিল। বাল্যকালেই আমি আমার ঠাকুরমাকে হারাই।

আমার ঠাকুরদাদা উকিল ছিলেন। তিনি আমার উপনয়ন সংস্কারে, মার্চ্চ ১৯০৮ এ আমার মন্ত্রাদিতে দীক্ষা দেন ও আমার আচার্য্য ছিলেন। আমি যখন "যৎ অক্ষরম পরিভ্রষ্টম্, মাত্রাহীনঞ্চ যৎ ভবেৎ, পূর্ণম্ ভবতু তৎ সর্ব্বম, তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরী" বারবার আবৃত্তি করিতাম, তখন তিনি খুব হাসিতেন। ১০ ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯ তিনি দেহত্যাগ করেন।

আমার স্নেহময়ী ঠাকুরমা স্বর্গীয়া বিনোদিনী দেবী ও আমার ভক্তিভাজন ঠাকুর দাদা স্বর্গীয় তারিণী চরণ বন্দোপাধ্যায় যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাঁহাদের সৎসঙ্গ বাল্যকালে আমাকে দেন সে সব কথা স্মরণ করিয়া এই ক্ষুদ্রকায় পুস্তকখানি তাঁহাদের পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশে নিবেদিত হইল। অধিক কি লিখিব।

স্নেহানুগত

১৫ অগষ্ট ১৯৭২

অরুণ প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েকটি কথা

ঈশোপনিষৎ যজুর্বেদের শেষ পৃষ্ঠা। ইহা বেদের সংহিতার অংশ। আবার উপনিষৎ ও বটে। উপনিষৎ সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। ইহার স্থান অদ্বিতীয়। মহাত্মা রামমোহন রায়ের দেড়শত বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে, সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনের জন্য বন্ধু বান্ধবদের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ঈশোপনিষৎ বিবৃত হইল।

মন্ত্র, গদ্যে অর্থটুকু পদ্যের অংশে ইহার ভাব উদ্ধৃত করিলাম, বিশেষ করিয়া পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গান হইতে। যদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

ভুল ত্রুটি রহিয়া গেলে, যিনি যোগক্ষেম বহন করেন, তিনি রক্ষা করুন।

পীর জলীল, লখনউ।
১৫-৮-৭২

নিবেদক
অরুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্র সূচী

(১) ঈশ্বর জগৎ পালক (করণ)। ১

(২) কর্ম্ম ও কর্ম্মী জীবনের বিশেষত্ব। ৩

(৩) সুর বিহীন অসুর জীবনে বেদনা ও বেদ। ৫

(৪) আত্মার লীলা, মনের গঠন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ৭

(৫) আত্মার ক্রিয়া ও তাহার পূর্ণ পরিচয়। ১২

(৬) আত্মাই প্রেম বল। ১৬

(৭) পরমাত্মাই পরম জ্ঞান। ১৮

(৮) ব্রহ্মাই আনন্দ। ২১

(৯) অবিদ্যা ও বিদ্যা, উভয়ের পথ কোন্ দিকে ? ২৮

(১০) অবিদ্যা ও বিদ্যার ফল কি প্রকার ? ২৯

(১১) বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের সমন্বয়। ৩১

(১২) সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয়ের ভেদ কি ? ৩৩

(১৩) সম্ভূতি ও অসম্ভূতির ভিন্ন ভিন্ন ফল। ৩৫

(১৪) সম্ভূতি ও অসম্ভূতি সাধনার সমন্বয়। ৩৮

(১৫) সত্য লোকের তোরণ দ্বার। ৪১

(১৬) সূর্য্যদেবের আবাহন ও পরব্রহ্মে শান্তি। ৪৪

(১৭) শেষ খেয়া ৫৪

(১৮) অগ্নি মন্ত্রে শেষ দীক্ষা। ৫৭

(১৯) শান্তি পাঠ।' ৬১

ইহার সম্বন্ধে মদীয় 'ধর্ম পরিচয়' পুস্তকের দ্বিতীয় প্রবন্ধে যেমন বিবৃত হইয়াছিল, তাহা এখানে পুনঃ প্রকাশিত হইল।

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/39
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
PRESENTED

ঈশোপনিষৎ — ১ম মন্ত্র

ঈশ্বর জগৎপালক (করণ)

ঈশা বাস্যমিদংসর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ॥

[১] ঈশা বাস্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্ —

অর্থ — ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিজের হৃদয় ও সারা অঙ্গ আবৃত হইলেই শ্রেয়।

এইরূপ সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদিত বলিয়া জানা বা চিন্তা করা কি সামান্য ব্যাপার ?

[২] যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ —

অর্থ — এই যাহা অকিঞ্চিৎকর জগৎ বলিয়া কাহারও প্রতীয়মান হয়, তাহা বিরাট জগতের মহাঘূর্ণী আবর্ত্তে পড়িয়া আছে জানিতে হয়।

কবি তাই গাহিলেন,

"সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়ের ঠেলা।
নয় এ মধুর খেলা।" (রবীন্দ্রনাথ)

[৩] তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা —

কেবল ঈশ্বর আছেন। তাঁহার প্রসাদরূপে যাহা তোমার কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদত্ত হয় অথবা তাঁহার মহান্ ত্যাগের উপমায় তোমার অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহা সমস্তই সন্তোষের সহিত তোমার সম্ভোগ হওয়া বিধেয়।

[৪] মা গৃধঃ —

লোভ করিও না। শকুনির মত, দূর থেকেও দৃষ্টি দিয়া লোভ করিও না।

ঈশ্বরের কাছে কী পাও নাই ? তোমার কাম, ও ক্রোধ তাঁহার ইচ্ছায় ধুইয়া গিয়াছে তবু কি অবশিষ্ট লোভ ছাড়িতে পারিবেনা ?

[৫] কস্যস্বিদ্ ধনম্ —

এইখানে মন্ত্রের এইটুকু অংশ এইভাবে লইলে ভাল হয় — কস্য স্বিদ ? কস্য ধনম্ ? (স্বিদ অর্থে — ঘর্ম্ম, পরিশ্রম অথবা অস্থিরতা)। অর্থ — কাহার অস্থিরতা ? ধন আবার কাহার ? যখন অস্থিরতা গেল, স্বার্থ ও শেষ হইল না কি ? তবে এখন নিজের দুশ্চিন্তায় কি ফল হইবে ?

রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন —

“ওগো কাণ্ডারী তুমি কার হাসি কান্নার ধন ?
ভেসে যেতে চায় মন।
ফেলে যেতে চায়, এই কিনারায়,
সব চাওয়া সব পাওয়া।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ২য় মন্ত্র

কর্ম্ম ও কর্ম্মীজীবনের বিশেষত্ব

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

[১] কুর্ব্বন্ এব হি কর্ম্মানি —

অর্থ — কাজ করিতে করিতে যদি কাহারও মনে হয়, ঠিক হইতেছে না, ঠিক জানিও ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম তিনি নিজেই পূর্ণ করিবেন জগৎ সেবায়।

সেবকের দ্বারা কাজ হয়, মালিক করণ (আদেশ) দেন, জগতের কর্ম্ম বন্ধ থাকে না। সেবা চলে।

[২] জিজীবিষেৎ —

প্রভুর ইচ্ছায় জীবন ধারণ খুব ভাল লাগা উচিত।

[৩] শতং সমা: —

একশত 'সমা' বা বৎসর। জীবন হয় না কি ?

জাগতিক হিসাবে ছয় ঋতুতে এক বৎসর বা একটি ছন্দ (সমা) জীবের হৃদয় তন্ত্রীতে ১০১ নাড়ী (কঠ উপ ২।৩।১৬)।

সময় হিসাবে আয়ুর্বেদে নাই। তবে নাড়ীগুলির সংখ্যা :— ৪৯ (স্থূল নাড়ী + শান্ত নাড়ী + ৪৯ সূক্ষ্ম নাড়ী + শিবনাড়ী+ ১ অদ্বৈত নাড়ী) 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' (মাণ্ডুক্য উপ - ৭)।

রবীন্দ্রনাথ গাইলেন :—

'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনই লীলা তব'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[৪] এবং ত্বয়ি ন অন্য অথঃ ইতঃ অস্তি —

অর্থ — এইরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়া তোমার জীবনে নাই'ক কোন কিনারা, নাই'ক কোন বিরাম।

ঈশ্বরের আদেশ মত কর্ম্ম প্রথমে আসে, পরে জীবের সেইমত প্রার্থনা হয়। ইহাই আপ্তকাম কর্ম্ম। ইহাই জননায়কদের স্বতঃ প্রবৃত্ত পথ।

রাজা রামমোহন কর্ত্তৃক ইহাই মনোনীত ছিল। পরে মহাত্মা গান্ধী তাহাই অনুসরণ করিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে জীবন-বেদ গ্রন্থে, আশ্চর্য্য গণিত অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন।

[৫] ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে —

ওগো মানুষ, কোন কর্ম্মেই তুমি লিপ্ত থাকিতে পারিবে না। অর্থাৎ সর্ব্বদা অনাসক্ত থাকিবে। ইহাই কি কর্ম্মযোগ নহে? এই সুরে থাকিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন —

'তুমিই যে কাজ করছ আমায়,
সেই কাজে কি লাগাবে না?
কাজের দিনে, আমায় তুমি,
আপন হাতে জাগাবে না?
× × ×
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন,
তোমার সাথে হয় গো চেনা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ – ৩য় মন্ত্র

সুরবিহীন অসুর জীবনে বেদনা ও বেদ

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

(১) অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।

অসুরগণ যেখানে থাকে, ঈশ্বর বিরোধী হয় বলিয়া সশঙ্কিত ভাবে বাস করে। নিজেদের চক্ষু, মন ও বুদ্ধি সর্ব্বদা নিজেদের মধ্যেই বিরুদ্ধাচরণ করে বলিয়া প্রকৃত পক্ষে সারা অন্তর দৃষ্টি বিরোধী হয়। জীবনটা তমসাচ্ছন্ন হয়।

এই মন্ত্রে অসুর্য্যা স্থলে কেহ কেহ অসূর্য্যা লিখিয়াও থাকেন। তাহার অর্থ, সূর্য্য তখন অসুর দেশে দেখা দেন না। ঈশ্বর বিরোধী সয়তানের বৃত্তান্তে ইংরাজ কবি মিলটান লিখিয়াছেন, "Benighted walks under the midday Sun, Himself is his own dungeon"

(২) তাংস্তে প্রেত্যাং অভিগচ্ছন্তি যে কে চ আত্ম হন জনাঃ॥

সেই অসুরদের, প্রেতগণ অনুসরণ করে। যাহারা সঙ্গে থাকে তাহারা আবার নিজ পোষণকারীদেরও হত্যা করিতে চায়। সংস্কার বশতঃ যাহারা ভূত ছিল, অসুরদের জীবন তাহারাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না বলিয়া প্রেত হইয়া সূক্ষ্ম ভাবে আশায় আশায় রহিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা পিশাচ হইল, অসুর-দের পিছুটান ছাড়িল না, নিজেদের যাহারা পরিপোষক ছিল সেই প্রভুদেরই সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধ পরিকর হইল। "আত্ম হনা জনাঃ" শব্দে সত্যই আত্মার উল্লেখ থাকিলে একবচন উহা হইত, বহুবচনে অসুরগণই স্বীকার্য্য।

আত্মা কিন্তু অদৃশ্য ভাবেও ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি শাশ্বত কাল সঙ্গে থাকেন। অসুরদের ও তিনি যখন নিত্য কালের সাথী ও একান্তভাবে জীবের অন্তর অঙ্গ, তাঁহার হস্তেই অসুর-দের ঈশ্বর সমর্পন করিলেন। ঈশ্বর বেদনা পাওয়ায় নূতন বেদ আরম্ভ হইল। অসুরদেরও বেদনা স্থিরীকৃত হওয়ায় আত্মা এখন থেকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার প্রযত্ন সঙ্কল্প করিলেন। ১ ও ২ মন্ত্রে যাহারা ঈশ্বরকে বেদনা দেয় নাই তাহাদের জীবনে, তাহারা "নিত্য সত্ত্বস্থ, নির্যোগ ক্ষেম ও আত্মবান" সহজ ভাবেই হইতে পারিল (গীতা ২।৪৫)। ঈশ্বরের পর আত্মাই সকলের প্রভু হইলেন। অসুরের পক্ষ হইতে কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন :

"এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও
ভারের বেগেতে কোথায় চলেছি
এ যাত্রা মোরে থামাও"॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ৪র্থ মন্ত্র

আত্মার লীলা, মনের গঠন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥

পূর্ব্ব কথা : প্রথম দুইটি মন্ত্রে, ঈশ্বরের আমলে জীব অন্নময় কোষ প্রাচুর্য্যের জন্য অবস্থা বেশ ভালই ছিল। জীবের জাগ্রত ও স্বপ্ন কাল উন্নতিশীল হইল। তারপর তৃতীয় মন্ত্রে সুরহীন অসুরদের পীড়নে জগতের অধঃপতন হওয়ায় অনেক বেদনার পর, ঈশ্বর ও আত্মা মিলিত হইয়া অন্তরঙ্গ হইলেন, জীবকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার জন্য আত্মা নিজেই উন্মুখ হইলেন। স্বঃ বা সুষুপ্তিতে জীব আত্ম-হারা হইতে লাগিল বিশ্রামে। স্পষ্ট করিয়া পরে জানা হইল। সুষুপ্তিতেই আত্মা 'অধীশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী' (মাণ্ডূক্য উপ, ৬) আত্মার প্রভাব ইহার পর জাগ্রত ও স্বপ্ন মহিমান্বিত হইতে লাগিল (মাণ্ডূক্য উপ, ৯ ও ১০) এবার মন্ত্রটি লওয়া হউক।

(১) অনেজৎ একম্ —

আত্মা কম্পনবিহীন আসন লইয়া অচল হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি একম্। হংস যেমন নিজ অণ্ডকে তাপ দ্বারা সজীব করেন, তাহারই নামান্তর আত্মা, ঠিক সেই মত কিন্তু সাধনার তপঃ দ্বারা জীবকে বেশী করিয়া প্রাণবন্ত করেন, তপঃ কে ব্রহ্ম বলা হয় (তৈত্তিরীয় উপ, ৩।৩)। আবার সেই তপঃ হইতে ক্রমে প্রাণীগণের সত্ত্বায় তপস্যা জন্মিলে পর তাহার গুণে তপঃ বর্দ্ধিত হইল। (মণ্ডুক উপ, তপসাচীয়তে ব্রহ্ম (১,১,৮)। আবার মন্দ ফলও হইল, জীবের তাপ সত্তা মাত্রা বাড়িল ত্রিতাপের রূপ ধরিল। তখন আত্মাকে স্বীয় ক্রিয়া দ্বারা ত্রিতাপ জ্বালা হ্রাস করিতে হইল। সে সব অনেক কথা।

(২) মনসা জবীয় —

মনের চেয়ে আত্মা সর্ব্বদাই জোয়ান। মনকে কিন্তু আত্মা স্বীয় সন্তানের মত সঙ্গী পাইলেন, যদিও সেও খুব স্বাধীনতা প্রিয় হইল। যজুর বেদে কেমন করিয়া তাহার প্রজ্ঞার ধারা উর্দ্ধ সুর ধরিল তাহা পাওয়া যায়। ইহাও তাহার তপস্যার নিদর্শন।

সমস্ত তপঃই ব্রহ্ম হইতে ক্ষরিত হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক Bergson তাঁহার Creative Evolution পুস্তকে দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া Instinct হইতে Intelligence, Intellect ও Intuition ধাপে ধাপে জীব সত্বায় বৃদ্ধি পায়। মনোময় কোষে আত্মার অনুশীলনে ইহা পরাকাষ্ঠা হয়।

(৩) নৈনং দেবাঃ আপ্নুবন, পুর্ব্বম্ অর্ষৎ —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দেবগণ তাঁহাকে পায়না, অবশ্য পূর্ব্বে দেখিয়াছিল। যাহারা পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণ ছিল তাহারা এক্ষণে আত্ম'র উৎসাহে দেবগণ বলিয়া উল্লিখিত হইল ও আকাশের দেবতাদের সঙ্গে ও জীবসত্ত্বায় মিলিয়া জুলিয়া রহিল। আত্মাকে পূর্ব্বকালে নিশ্চয়ই জানিয়াছিল, কিন্তু কাছে আমল পায় নাই। সেবকগণ হইয়া রহিল। অবশ্য আকাশের দেবতাগণ যেমন পঞ্চবায়ু, জীবের সত্ত্বায় পঞ্চপ্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গত দেবগণের চেয়ে, উচ্চ পদেই রহিল। প্রাণ অন্নের ব্যবস্থা না করিলে কোন সেবকই জীবিত থাকে না।

(৪) তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি তিষ্টৎ।

অর্থ — সেই অন্য যাহারা (প্রাণগণ, বায়ুদের সহিত মিলিত হইয়া) সকল কার্য্যে ধাবমান থাকে, আত্মা চুপ করিয়া দেখেন।

ঈশ্বরের হুকুম মত অন্নের ব্যবস্থা হইত। স্বায়ত্ব শাসনে তাহা হইবার নয়। কাজেই পঞ্চপ্রাণ আপনার যাহারা ও অপর জীবদের জন্য ও জীবন ধারণের অন্ন ও ব্যবস্থার জন্য তৎপর হইল। দেবতাদের হবিঃর জন্যও। কাজেই আত্মা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন।

(৫) তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি।

অর্থ — তাহাদের পক্ষ হইতে (আত্মার সান্নিধ্যে) অপ (কর্ম্ম না ক্রিয়া ?) মাতরিশ্বা (ইনি কে ?) বিধির জন্য তাগিদ করেন।

প্রথমে অপঃ — জীবের কর্ম্ম ও ঈশ্বরের করণ পূর্ব্বেই জানিয়াছি। সে ব্যবস্থা ভাল চলে নাই। আত্মা তাহা অন্য ভাবে চান। আত্মা শুধু ক্রিয়া দ্বারা তপঃ অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি দিবার জন্য অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। জীব সুষুপ্তির মধ্যে (জাগ্রত অবস্থায় ও যদি সুষুপ্তি চলিতে থাকে সে তো আরও ভাল) আত্মার ক্রিয়ায় ব্রহ্মবল পাইয়া জীবনের মহা উদ্দেশে নিজের ইচ্ছামত চলিবে। আর ঈশ্বরের ইচ্ছারও প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। যদি ঈশ্বরের সহায়তা পাও সে তো ভাল কথা। আত্মা শুধু অপঃ (ক্রিয়া) দিয়া রেহাই পান। জীব আপ (কর্ম্ম) চালাইবেন। ঈশ্বর (করণ) কর্ণধার হইতে পারেন, তিনি যেমন বুঝেন।

আপ অর্থে জল। সে সম্বন্ধে জীবের কর্ম্ম বলিতে গিয়া সুন্দর ভাবে বৈদিক সন্ধ্যায় মধ্যাহ্ন আচমনে বলা হয় ঃ—

"আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথ্বীং পুতা পুনাতু মাম্।
আপঃ পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মঃ পুতা পুনাতু মাম্॥"

মাতরিশ্বা– এখানে ইনি প্রাণদের পক্ষে ওকালতি করছেন, আত্মার নিকটে।

কেনোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ব্রহ্মের কাছে বায়ুদের প্রতিনিধি হইয়া যান। মনে হয়, মাতরিশ্বা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্য আত্মা ও ব্রহ্মের নিকট যাতায়াত করেন যাহাতে পঞ্চবায়ু ও সমন্বিত ভাবে চালিত হন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথম বক্তব্যেই বায়ুকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সত্য কথা, ঠিকমত হাওয়া না বহিলে কোন শুভকাজ হয় না। মাতরিশ্বার মিশন পরের মন্ত্রে আত্মসর্ব্ব হিসাবেই ক্রিয়ার ভার লইলেন। প্রাণের সহিত একযোগে আত্মার কাছে গান —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে, মোরে আরও আরও আরও দাও প্রাণ।'

(রবীন্দ্রনাথ)

অপঃ (ক্রিয়া) পাইলে তখন আপ (জল) হইতে তৃষ্ণা যাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে আপ অর্থাৎ কর্ম্ম ও সূচিত হইবে।

আত্মা সম্বন্ধে :—

"তুমি আছ বলে তাই আমি আছি
তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি
যত পাই তোমা, আরও তত যাচি
যত জানি, তত জানিনে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ৫ মন্ত্র

আত্মার ক্রিয়া ও তাহার পূর্ণ পরিচয়

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥

(১) তৎ এজতি, তৎ ন এজতি —

তাঁহার ক্রিয়া হয়, আবার হয় ও না। এইমাত্র পূর্ব্ব মন্ত্রে দেখিলাম, বায়ুদের প্রধান, পঞ্চপ্রাণের প্রতিনিধি হইয়া, আত্মার কাছে যে ক্রিয়া (অপ) জন্য তাগিদ করিলেন, তাহাই পূর্ণ হইল।

একথা ভুলিবার নয়। আত্মার কাছে চাহিলে পরে তাঁহার ক্রিয়া হয় ও সেই ক্রিয়ার ফলে ব্রাহ্মার তপঃ, বাগানের ফুলের মত যথা সময়ে দেখা দেয়। পুষ্পগুলি যেমন না জেনেও রাত জেগে চেয়ে থাকে, সেই মত অপেক্ষা করতে হয়। আবার বিনা রেখার পথটি চিনে পুষ্প ভোরের আলোক চিনে শেষ রাত্রে কখন যে এসে বিকসিত হয়ে দাঁড়ায় তাহা কি কেহ জানিতে পারে? আত্মাকে সেই মত স্মরণ করতে পারলে হয়। তাহাও তপস্যার মত তপস্যা হলে তখন তাঁর ক্রিয়া হয়।

আবার ক্রিয়া যে হয়না, কোনমতেই হয়না তাহা তো ১ ও ২ মন্ত্রে দেখিলাম। ৩ মন্ত্রে অসুরদের কত বেদনা উঠল, বেদ ফুটল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আত্মার ক্রিয়া হইল। বোঝা গেল। প্রথমে তপস্যা পরে আত্মার ক্রিয়া। কখন কি যে হয়, কোন নিয়ম আত্মা সম্বন্ধে স্থির নাই। তবে সাধারণতঃ তিনি চুপ থাকেন। অপেক্ষা করেন। তাঁর অসীম ধৈর্য্য। সহ্যশক্তি ও অনন্ত। তবে আত্মা আছেন যে জীব স্থির জেনেছে, তাহার আধ্যাত্মিক জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠবে ইহা স্থির।

(২) তৎ দূরে তৎ অন্তিকে —

তিনি দূরে। আবার তিনি নিকটে। আচার্য্যগণ বলেন, জ্ঞানীর কাছে তিনি সহজেই লভ্য। আর অজ্ঞানীরা তাঁহাকে মাথা কুটেও খুঁজে পায়না।

আবার প্রেমিকগণ বলেন —

"মিলনে নিখিল হারা বিরহে নিখিলময়" (দ্বিজেন্দ্রলাল)

আত্মার এ কি অপরূপ খেলা।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আকাশের তারা থেকে লইয়া মাঠের একটি দুর্ব্বা পর্য্যন্ত কেমন সুচারু রূপে বেড়ে উঠে। জীবনের প্ল্যান এতই নিখুত ভাবে আত্মার জানা।

মানব অন্তরে যত স্থান, কাল, সুযোগ সবই যেন আত্মার দর্শনে নিমেষে দর্শন দিতে পারে। আবার আত্মা ধরা না দিলে কিছুই দূরে নাই ও কিছুই কাছে ও পাওয়া হয় না

(৩) তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য অস্য বাহ্যতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সকলের অন্তরে আছেন, আবার সকলের কাছে বাহ্যতঃ আছেন। বাহিরে তিনি প্রেম, অন্তরে তিনিই আবার জ্ঞান। পরে পরে ৬ ও ৭ মন্ত্রে এই দুইটি প্রকাশ তাঁর জ্ঞাতব্য। এক্ষণে আবার বলিব, অন্তরে তিনি আত্মা, বাহিরে ঈশ্বর যখন বাহিরে জগৎময়, তখন আত্মাই আবার সর্ব্বময় হন। ১, ২, ৩ মন্ত্রে ঈশ্বর ছাড়া কাহাকে ও জানতাম না, ৪, ৫, ৬ ও ৭ মন্ত্রে জানিব আত্মাই আত্মময় হয়ে বর্ত্তমান। আবার ৮ মন্ত্রে জানিব ব্রহ্ম = ঈশ্বর, আত্মা ও ব্রহ্ম, যেমন সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম = সত্যম্ ব্রহ্ম (ঈশ্বর) জ্ঞানম্ ব্রহ্ম (আত্মা) ও অনন্তম্ ব্রহ্ম (আনন্দম্) তখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে "তুমি অনন্ত, নব বসন্ত অন্তরে আমার।" জীব = কর্ম্ম, ঈশ্বর = করণ, আত্মা = ক্রিয়া এবং সকলের উপর ব্রহ্ম = কৃপা ধরিতে পারিব কি ?

শ্বেতাশ্বেতর উপ (৬/৮) আত্মার কথা পাই :—

"স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া ৮"।

এত "বিবিধ শক্তি" আত্মার। এখানে জানিলাম সে সব কথা আছে, ক্রিয়ার কথা সর্ব্ব প্রথম। এইটি বিশেষ তত্ত্ব। যাহা উপনিষদের নিজের ভাষায় প্রার্থনা তাহা ধরিয়া থাকি :—

'তৎ আত্মনি নিরতে, যঃ উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ,

তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু'।

(কেনোপনিষৎ, শান্তি পাঠ শেষ অংশ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ — আত্মা যিনি সতত আমাতে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম সমূহ উপলব্ধ করাইতেছেন, সেই ধর্ম্ম প্রতিভাত হউক, উহা আমাতে উদ্ভাসিত হউক। ওঁ শান্তি।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অমর প্রার্থনাও ছাড়িব না :

"যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে মুক্ত করহে বন্ধ
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে, শান্ত তোমারি ছন্দ,
চরণ পদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে।
নন্দিত কর, নন্দিত কর নন্দিত কর হে"॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ৬ মন্ত্র

আত্মাই প্রেম বল

(মহঃ লোকে মহাত্মাদের প্রত্যক্ষ দর্শন)

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং এতো ন বিজুগুপ্সতে॥

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ লোকে জীবাত্মার যে সম্পদ পঞ্চম মন্ত্রে সংগৃহীত হইল তাহা সপ্তলোক ধরিয়া সঙ্গে থাকে। বাইবেলও সেই কথা বলিয়াছেন — In Him we live (ভূঃ) and move (ভুবঃ) and have our being (স্বঃ)। তাই ইহার পরই জীবাত্মা মহঃ লোকে উঠিয়া যায়। উর্দ্ধ মুখের কথা বেদে বলা হইয়াছে, "মহেরণায় চক্ষসে"। অর্থাৎ মহা অরণ্যে আরণ্যক লইয়া থাকিলেও নিজের চক্ষুতে যে নিজের ও সকলের জীবন একই অবলম্বনে রহিয়াছে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে হয়। "এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে" মহাত্মাগণ নিজের অনুভূতি দিয়া ক্রমশঃ উপলব্ধি করিলেন। জীবাত্মা হইলেও কেহ কি তাহা ভুলিয়া থাকিবেন ?

(১) যঃ তু সর্ব্বানি ভূতানি আত্মনৈব অনুপশ্যতি।

অর্থ — যিনি কিন্তু সকল জীবকে নিজ আত্মায় সর্ব্বদা (অনুক্ষণ) দেখিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা অনুমান বলিয়া লইবে না। জীবন-বেদের অন্তর দৃষ্টি অনুযায়ী ইহা সত্যরূপে প্রতিভাত হওয়া চাই। বয়স, স্ত্রী কি পুরুষ, বংশ, জাতি, ভাষা বা দেশের তারতম্য দ্বারা দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করিবে না। আত্মায় সব আত্মা ডুবিয়া আছে তাহাই প্রত্যক্ষ দর্শন। তখন "প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ" প্রেমধন বাড়াইবার অন্য পথ নাই। মহাত্মাদের জীবন সকল জীবনে সহতীর্থ হইতে থাকে।

(২) সর্ব্বভূতেষু চ আত্মনম্ ততো ন বিজুগুপ্সতে।

সর্ব্বভূতেই আমি (আত্মা) আছি এইরূপ টনটনে ব্যথা জাগিলে পর কোন জুগুপ্সা অর্থাৎ ভেদ ভাব বা ঘৃণা ভাব অথবা তুই তুই ভাব (দ্বিধাভাব) অন্তরে থাকিতে পারিবে না। একেবারে অদ্বিত প্রেম জাগিবে, ইহাই brotherhood of man মানবের ভ্রাতৃত্ব (যীশু)। রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনের উক্তি যাহা সকলেই আবৃত্তি করিতে ভালবাসেন :

"রিক্ত আমি, নিঃস্ব আমি আমার কিছুই নাই
আছে শুধু ভালবাসা, দিয়ে গেলাম তাই ॥"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানে চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশে ঘরে ঘরে শ্রদ্ধা নিবেদন হয় —

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
তাই তুমি করে গেলে দান"

(রবীন্দ্রনাথ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ৭ মন্ত্র।

পরমাত্মাই পরম জ্ঞান

(জনঃ লোকে জ্ঞানীগণের প্রত্যয় সিদ্ধান্ত)

যস্মিন্ সর্বানি ভূতান্যাত্মৈ বা ভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

এই মন্ত্রটি আত্মা সম্বন্ধে শেষ কথা ও গভীর তত্ত্ব।

(১) যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈব অভূৎ অবিজানতঃ।

অর্থ — যে আত্মাতে (এখানে পরমাত্মাতে) সর্ব্বভূত 'অভূৎ' অর্থাৎ ভূলোকে আসিয়াছে তাহা জানিতে জানিতে জ্ঞানীগণ জ্ঞান তীর্থে পর্যাটন করিয়া অগ্রসর হইবেন। সে জ্ঞান কি কখনও পূর্ণ হইবে? জগতের কোন ধর্ম্মই তাহার সম্যক সাক্ষ্য দেয় না। জ্ঞানীগণ যতই জানেন ততই জ্ঞানের স্বভাবে শান্তভাবে শিব পথে চলিতে থাকেন।

সেই জন্য এখানে 'অবিজানতঃ' বাক্য ব্যবহার হইল, জানিয়া জানিয়া চলো, জানার শেষ হইবে না। জ্ঞানম্ অনন্তম্।

'অভূৎ' শব্দে Fatherhood of God প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ পরমপিতায় সকলের জন্ম, কর্ম্ম সবই। যেমন পূর্ব্ব মন্ত্রে মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আপনার মা'য়ে মা বলে ডাকিলে
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পূণ্য প্রেমের বাতাসে।"

রবীন্দ্রনাথ

(১) তত্র কঃ শোক, কঃ মোহঃ একত্বং অনুপশ্যতঃ।

অর্থ — সেখানে (অর্থাৎ পরমাত্মার জনঃ লোক ক্ষেত্রে) জ্ঞানীদের অন্তরে শোক বা মোহ কোথাও কি তাঁহারা দেখিতে পান ?

তাঁহারা দেখিয়া দেখিয়া জানেন ব্যক্তিগত ক্ষতি বা লোকসান সেখানে থাকেনা।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন —

"হে পূর্ণ তব চরণের কাছে,
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই,
নিশিদিন কাঁদি তাই।
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় সঙ্গীত ছিল —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নিত্য নব সত্য তব, শুভ্র আলোকময়,
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘনিশি
চাহিয়া উদয়দিশি
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নব সুখ নব প্রাণ।
নব দিবা আশে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ৮ মন্ত্র

ব্রহ্মই আনন্দ

(তপঃ লোক)

(এইখান হইতে ব্রহ্ম কৃপা ও ব্রহ্ম বিধানের প্রারম্ভ)

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাচ্ছা-
শ্বতিভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

তপঃ লোক ব্রহ্মসান্নিধ্যে পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ বিশ্রাম অথচ মুক্তি ও ধর্ম্ম এখানে গঙ্গা ও যমুনার মত একসঙ্গে প্রবাহিত হয়।

'আনন্দ লোকে মঙ্গল আলোকে বিরাজ সত্য সুন্দর'

(রবীন্দ্রনাথ)

বৈষ্ণব সাহিত্যে বলা হয়ঃ 'বহির অঙ্গ (ঈশ্বর) সাথে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন। অন্তর অঙ্গ (আত্মা) সাথে কর রস আস্বাদন'। কিন্তু সে রস ধারা পাইব কোথায়? তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (২।৭) বলেন "রসো বৈ সঃ' "। বৈ বলিতে দ্বিবচন, ঈশ্বরকে ও আত্মাকে একযোগে ভালবাসিতে বা ভজনা করিতে হয়। তখন রস পাওয়া যায় ব্রহ্মে। ব্রহ্মকে বলা হয় 'সঃ'। যেমন হংস শব্দে শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষর স- আত্মাতে সংযুক্ত থাকেন তপঃ রূপী ব্রহ্ম। আবার সব সাধ্য সাধনার শেষে আত্মাই জানাইয়া দেন 'হংস' স্থানে 'সো অহং' হইলে পর এ জীবনেই 'উর্দ্ধ মূলম' প্রাপ্তি হইবে। ষোল মন্ত্রের শেষ বাণী এই বারতা আমাদের দেন। কাজেই ধরিয়া থাকো সঃ, ইহাই রস। অগ্নি, বায়ু সূর্য্য সবই সামবেদের প্রথম দিকে অভিন্ন হৃদয় প্রগতি। তাহাই আবার আপরূপে ধরাধামে নামিয়া আসে। ব্রহ্মই রসধারা হইয়া সূর্য্য অবধি উঠিয়া যান বা ততো-ধিক উচ্চে, সেইরূপ ব্রহ্মই আপঃ রূপে নামিয়া আসেন, কত অতল গভীরে তাহার আন্দাজ কে জানে? তিনিই যে জানেন তাহাই বলিতেছেন:

(১) সঃ পর্য্যগাৎ

ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বরকমে দৃষ্টি দ্বারা সার্থক হন। তাই তো তাঁহার দয়া সর্ব্বকালে আশা করা যায়। ঈশ্বরের করণ, আত্মার ক্রিয়া ও তাহারই সাথে ব্রহ্মের কৃপা সকল দান পূর্ণ করেন। যেমন তিনি ভাল বুঝেন। কৃপার চারটি রূপ মানুষের মনে থাকিলে তাহারই সুবিধা হয়। কৃপার অর্থ: (১) করো ও পাও (২) করোনা ও পাওনা (৩) করো না পাও এবং (৪) করো পাও না। চতুর্থটি সর্ব্বোচ্চ কৃপা। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন,

"কৃপা নাহি পাই, তবু চাই, সেও মনে ভাল লাগে"।

(২) শুক্রম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন আলোক। ইহা পূর্ব্বপুরুষের প্রদত্ত শুক্র (জন্ম বীজ) অথবা স্বদেশের সংস্কৃতির ধারায় যাহা গোত্র হিসাবে মানবের ধমনীতে একই ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সে রূপ প্রখ্যাত শুক্র নহে। যে শাশ্বত শুক্র হৃদয়ের অন্তরতম গুহায় অজানিত ভাবে সকল জীবের সহায়ক হইবার জন্য মণি মাণিক্যের মত লুকিয়া রহিয়াছেন তাহাই ব্রহ্ম শুক্র। মুণ্ডক উপনিষৎ বলেন (১।২।৯), কোশে যেমন অসি অর্থাৎ খাপে যেমন তরবারি থাকে সেইমত হৃদয়ের খাপে ব্রহ্মজ্যোতিঃ রহিয়াছেন। "একহাতে তার কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার" (রবীন্দ্রনাথ)। যোগীকে স্থির করিতে হয়, কোনটি লইবেন। কৃপাণ লইলে মুক্তি, হার চাহিলে ধর্ম্ম মিলিবে। ব্রহ্ম সাধক ব্রহ্মকেই চাহিবেন, যেমন তাঁহার ব্যবস্থা হয়। মুক্তি বাধা এবং ধর্ম্ম বন্ধন হইতে পারে।

'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
এ যে পরতে গেলে লাগে, এ যে ছিঁড়তে গেলে বাজে।"
(রবীন্দ্রনাথ)

বাধা ও বন্ধনের অতীত ব্রহ্মই লক্ষ্য আমাদের। সে শুক্র আলোতে দেখিতে পাওয়া কম কথা নহে। "তোমার আলোয় নাইত ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া, হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর" (রবীন্দ্রনাথ)। কবি বলেন কাঁদিতেই ভাল লাগে।

(৩) অকায়ম্

ব্রহ্মের কায়া নাই। তিনি অসীম অনন্ত। তাঁহার আদি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ত নাই। জন্ম মৃত্যু নাই। তিনি পূর্ণ।

জীবের আদর্শ তিনি। অথচ জীব সীমাবদ্ধ। কালের আদি অন্তে তাহার স্থিতি। জন্ম ও মৃত্যু তাহার আছে। সে অপূর্ণ।

তবে জীব কি করিয়া ব্রহ্মের মত হইবে? জীব অনাসক্ত, নিঃস্বার্থ, নির্ভীক, সম্বন্ধ বিহীন সম্বন্ধ লইয়া থাকিতে পারে, যেমন কবি বলেছেন,

"যুক্ত করহে সবার সঙ্গে মুক্ত করহে বন্ধ"।

ধর্ম্ম পথেও ক্রিয়া ও কর্ম্মের জাল ও জঞ্জাল, জ্ঞান ও ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের কত বিধানের প্রতিবন্ধক জমিয়া উঠিতে পারে। ব্রহ্ম নিজেই হয়ত কিছুটা জড়াইয়া পড়েন মনুষ্যের অভিমতে।

সাধ্য সাধনার আটকের স্রোত হইতে স্রোতবিহীন কারণ সমুদ্রে চলিয়া যাইতে হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্মের বাধা বন্ধন ছাড়িয়া কারণের মধ্যে গেলে জীব অকায়া হইতে থাকে। সচ্চিদানন্দে অগ্রসর হইলে পরব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইলে শান্তি হয়। তখন কর্ম্ম ও কারণ দুইই হইতে অব্যাহতি পাইলে পরব্রহ্মের লীলার সঙ্গে সঙ্গত হয়।

কথাটা পরিস্কার করি: জীবনে ধর্ম্মের সীমা (২) কারণের সীমায় মুক্তির আভাস (৩) কার্য্য ও কারণ সঙ্গত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইলে মোক্ষ হয়। তখন মৃত্যু আর গ্রাস করিতে পারে না, তবে লীলা ভাবে পরব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় বা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে।

(৪) অব্রণম্ অস্নাবিরম্।

ব্রহ্মের কায়া নাই তাহা ত দেখিলাম। তবে ব্রণ (অতীত জীবন বা পূর্ব্ব জন্ম হইতে প্রাপ্ত দাগ বা চিহ্ন) এবং স্নায়ুগুলি (জীবন প্রবাহের গতি যাহা ভবিষ্যতের মার্গ দেখায়)। এ সব ব্রহ্মের নাই। ব্রহ্মে অতীত বা ভবিষ্যৎ নাই। তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান লইয়া আছেন।

জীবকে সেই রূপ আদর্শ লইতে বলা হয়। ব্রহ্ম কৃপায় ব্রহ্ম যেন সকল দায় ধাক্কা হইতে রেহাই দিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে দেন। "দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে"।

(৫) শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।

ব্রহ্ম শুদ্ধ স্বরূপ, পাপ তাহাকে অবিদ্ধ করে অর্থাৎ স্পর্শ করিতে পারেনা।

ব্রহ্ম এমনই শুদ্ধস্বরূপ যে তিনি সকল পাপের ক্ষত হইতে তাঁর পূতঃ সত্ত্বায় পরিস্নাত করিয়া লন। সকল অসুখে সুস্থ করেন। সকল দুর্ব্বলতা (মানসিক আধ্যাত্মিক) হইতে নিরোগ করেন।

জীব যদি ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শুদ্ধম্ হইবার সম্বন্ধ লইয়া শিশু ভাবে জীবন যাপন করে ও সেই সঙ্গে সন্ন্যাসীর মত অনাথ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আতুর সেবায় জীবন ব্রত লয় তাহা হইলে ব্রহ্মময় জীবনের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়।

(৬) কবি মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ

ব্রহ্মই বিশ্বের পরম ও চরম কবি। তিনিই শ্রেষ্ঠ নির্ম্মাণ কর্ত্তা সর্ব্ব লোকে। তিনি ভূঃ হইতে আরম্ভ হইতেই একরূপ আছেন। তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে উপযুক্ত হইতে হয় না।

জীবের জীবনে অনেক বিয়োগ ও সংযোগ ঘটে, তবে সাধন জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া যায় কতকটা। কিন্তু ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদে, পর ব্রহ্মের সহিত লীলায়, সবই যেন মহাপুরুষদের জীবনে আপ্‌সে হয়ে যায়। কবি ও মনীষীর আদর্শে ব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া, সাধক কি ভাবে কার্য্যব্রহ্ম (স্বয়ম্ভূ) এবং কারণ ব্রহ্ম (পরিভূ) সাক্ষাৎ অবলম্বন করিয়া, সম্ভূতি ও অসম্ভূতির সঙ্গে পরিচিত হইবেন ও অমৃতধামে অগ্রসর হইতে থাকিবেন তাহা ১২, ১৩ ও ১৪ মন্ত্রে বিশদ ভাবে জ্ঞাত হইবেন। এখানে সে সব কথা পূর্ব্ব হইতে বলা বাহুল্য তবে ব্রহ্ম বিধান এই মন্ত্রের পরেই আরম্ভ হইবে।

(৭) যাথা তত্ততঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ।

যেমন তেমন অর্থ সকল বিধিত (বিধান) হইবে। যেমন—জগতে, ঈশার প্রবর্ত্তিত নিয়ম মত, ১, ২ ও ৩ মন্ত্র। তেমন—প্রজ্ঞায়, আত্মায় সোপান ৪, ৫, ৬ ও ৭ মন্ত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থান— জগতে (অর্থ) প্রজ্ঞায় (সামর্থ) ব্রহ্মের কৃপায়, ৮ মন্ত্রে (পার মাত্রিক)। এই তিন প্রকার স্তর স্বীকৃত হইবে। ঈশোপনিষদের নিত্য ব্রহ্ম বিধানে।

(৮) শাশ্বতিভ্যঃ, সমাভ্যঃ

চিরকালের, সময় মত (দিন, পক্ষ, মাস বা বৎসর মত) প্রথম আত্মার সামর্থ্যে, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের অর্থ সঙ্কল্পে। তারপর ব্রহ্মইত সঃ পর্য্যগাৎ, তিনিই সব দিক্ দেখেন (প্রথমেই বলা হইয়াছে)। যুগপৎ সবই চলে শেষে পর ব্রহ্মের লীলায় "কালাগ্নি" গুণে সবই অন্তর্হিত হয়।

বেদের সমস্ত তত্ত্ববিচার যেমন সাধন জীবনে উপস্থিত হইবে তাহা বলা হইল (১-৮) মন্ত্র। কার্য্যবাদ শেষ হইল।

এইবার কারণবাদ ৯ থেকে ১৪ মন্ত্র পর্য্যন্ত। যিনি কারণের কারণ, সত্যলোক যেখানে সূর্য্য অধিষ্টান ও পরব্রহ্মের সহিত ঐক্য বিচিত্রভাবে আসিবে ১৬ মন্ত্রে।

ব্রহ্ম ও সূর্য্য (বা তাঁহার অন্তরতম নেতা পরব্রহ্ম) জীবনের মহান্ আদর্শ। তারপর শেষ খেয়া (১৭ ও ১৮ মন্ত্র)।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই খানেই রবীন্দ্রনাথের গান স্মরণীয় —

'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও
* * * * * *
সবার তুমি আনন্দ ধন হে প্রিয়
আনন্দ সেই আমারো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ৯ মন্ত্র

অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ের পথ কোন্ দিকে ?

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

(১) অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি, যে অবিদ্যাং উপাসতে

অর্থ — যাহারা শুধু অবিদ্যার উপাসনা করিবেন, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন্।

অবিদ্যা বলিতে কর্ম্ম বুঝায়। জীবনে তাহার ও যথার্থ ভাবে উপাসনা হয় না। কারণ, কর্ম্মের নীতি যাঁহারা অভ্যাস করেন না, তাঁহাদের জীবনে কর্ম্ম অন্ধকারের সৃষ্টি করে।

(২) ততো ভূয়ঃ ইব তে তমো য উ বিদ্যাং রতাঃ।

অর্থ — আবার যিনি কেবলই বিদ্যা অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহার প্রয়াসও গভীরতর সমস্যায় নিহিত থাকে।

বিদ্যা বলিতে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞানের সঙ্গে তাহার ধর্ম্ম জড়িত থাকে। সে ধর্ম্মকে সম্যক ভাবে ধরিতে হয় এবং তখন সে ধর্ম্ম ও জ্ঞানীকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। এইরূপে অবিদ্যার নীতি আছে, এবং বিদ্যার ধর্ম্ম ও আছে। নীতি 'না' সূচক। ধর্ম্ম 'হাঁ' সূচক। যেখানে যে প্রণালী আবশ্যক হইবে, তাহার অভ্যাস করিলে তবেই অবিদ্যা (কর্ম্ম) ও বিদ্যা (জ্ঞান) যথাক্রমে সফল হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ১০ মন্ত্র

অবিদ্যা ও বিদ্যার ফল কি প্রকার?

অন্যদেবাহু বিদ্যয়াহন্য দাহুরবিদ্যয়া
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥

(১) অন্যদেব আহু বিদ্যয়া অন্যাৎ আহু অবিদ্যয়া

অর্থ — বিদ্যা দ্বারা এক প্রকার ফল পাওয়া যায়, এই কথা বিদ্বান্‌রা বলেন। আবার অপর দল বলেন যে অবিদ্যা দ্বারা ভিন্ন ফল লভ্য হয়।

(২) ইতি শুশ্রুম্ ধীরাণাং যঃ নঃ তৎ বিচচক্ষিরে।

অর্থ — যাঁহারা ধীর ব্যক্তি ও বিচক্ষণ, তাঁহাদের নিকট আমরা এই রূপই শুনিয়াছি।

তাৎপর্য্য — অবিদ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অবিদ্যার জন্য নীতি 'না' সূচক। যেমন বেদে বলা হয় 'মা হিংসী' অর্থাৎ কাহারও প্রতি হিংসা (বা অনিষ্ট) করিবে না। আবার বলা হইয়াছে, অনৃত (মিথ্যা) ভাষণ বা আচরণ ভাল নহে। পৃথিবী মাতৃলোক। এখানে কর্ম্ম সম্বন্ধীয় নীতি, বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধেয়া মাতৃগণের নিকট হইতে আগ্রহের সহিত, গ্রহণ করিলে এখানে শীঘ্রই সুফল দেয়। মায়েরা যাহা বলেন তাহা পালন করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিভাজন পিতৃগণও সন্তুষ্ট হ'ন এবং ইহজীবনের পরেও পিতৃ-লোকে সমাদর হয়।

বিদ্যা সম্বন্ধে :— ধর্ম্মগুলি 'হাঁ' সূচক। পিতৃগণের নির্দ্দেশ মত পৈতৃক জ্ঞানরাশি যদি ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া অর্জ্জন করা হয় শুধু ইহলোকে কেন, পরে দেবলোকে ও পিতৃগণের দেবগণ আশীর্ব্বাদ করেন ও সেখানেও সুবিদ্যার কীর্ত্তি লাভ হয়। এইরূপে ইহজীবনে যেমন অবিদ্যা ও বিদ্যা অর্জ্জন করিবে সেই হিসাবে পিতৃলোক ও দেবলোক, যাহার যেমন প্রাপ্য হইবে তাহা লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ১১ মন্ত্র।

বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের সমণ্বয়

('সৎ সোপানে অমৃত সম্বন্ধে শেষ কথা)

বিদ্যাংচাবিদ্যাংচ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়ামৃতং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

(১) বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যঃ তৎ বেদ উভয়ং সহ।

অর্থ — বিদ্যা ও অবিদ্যার গোপনীয় তত্ত্ব যিনি বেদের মত অর্থাৎ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছেন।

(২) অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা, বিদ্যয়া অমৃতং অশ্নুতে ॥

অর্থ — অবিদ্যা (কর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, বিদ্যা (জ্ঞান) দ্বারা অমৃত অর্জ্জন করা হয়।

তাৎপর্য্য :— জীবনে যে কাজ মানুষ পালন করুক না কেন তাহার নীতিকে সম্মান করিয়া চলিলে, নিজের সহিত অপরের স্বার্থ ও পরার্থ রক্ষা করিতে পারিলে, কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। এইরূপে যিনি চলিবেন, তিনি মৃত্যুকে (বা অকৃতকার্য্যতাকে) জয় করিতে পারিবেন।

জ্ঞানের পথেও যদি সেইরূপ তাহার ধর্ম্ম ধরিয়া চলা হয়, কল্যাণ সুখ বৃদ্ধি পাইবে ও জীবন অমৃতময় হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা বিনীত অন্তরে আর একটু বলিব। কর্ম্মের পর কর্ম্ম যত নীতি অনুশীলনে দক্ষ হওয়া যায় ততই সামাজিক জীবনে প্রেম বাড়ে। কর্ম্ম হইতে প্রেম উপস্থিত হয়।

সেইরূপ জ্ঞানের চর্চ্চায় জ্ঞানের পর জ্ঞান জীবনে সঞ্চিত হইতে থাকিলে, সেই সঙ্গে যোগ স্বাভাবিক হয়।

অতএব অবিদ্যা ও বিদ্যার যত সমন্বয় হয় এই জীবনের, ততই কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত দ্বন্দ রক্ষা করিয়া ভক্তি ও যোগ জীবিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ভারতে ধর্ম্ম সমন্বয়ের একটি অপূর্ব্ব সঙ্গীত —

'ভগবৎ গীত গাহিল স্বয়ং ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে
ভগবৎ প্রেমে নাচিল গৌর, যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে,
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র, প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস জানাল আবার সোঽহং ধর্ম্ম'।

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ১২ মন্ত্র

সম্ভূতি ও অসম্ভূতি, উভয়ের ভেদ কি ?

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউসম্ভূত্যাং রতাঃ॥

(১) অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিম্ উপাসতে।

অর্থ — গভীর অন্ধকারে তাহারা প্রবেশ করে, যাহারা অসম্ভূতির উপাসনা করে।

ইহা তন্ত্রের পূজারী যাঁহারা, তাঁহাদের বিষয়ে বলা হইতেছে। এ দেশে বেদের সমাদর হইবার অনেক পূর্ব্বে pre Aryan age (পূর্ব্ববৈদিক যুগে) তন্ত্রের চলন এখানে জনপ্রিয় ছিল। 'অসম্ভূতি বলিতে অব্যাকৃতা (অব্যক্ত) প্রকৃতির নানা ভাবে উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাহা ঠিক বোঝা যাইত না ও বুঝানও কঠিন ছিল।

(২) ততো ভূয় ইব তে তমো যৎ সম্ভূতাং রতাঃ॥

অর্থ — আবার ইহার চেয়ে অনেক বেশী অন্ধকারময় ছিল, যাঁহাদের সাধনা সম্ভূতির আদর্শে ব্যাপৃত থাকিত।

সম্ভূতি বলা হইল আত্মাজ্ঞানের যৌগিক পথ, যাহা ইহার প্রচলিত নাম ছিল। রাজযোগে যে সমস্ত কঠিন ক্রিয়াদি শিক্ষা করিবার চেষ্টা ছিল, তাহা খুবই ধৈর্য্য সাপেক্ষ ও কষ্টদায়ক ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ মন্ত্রে যেখানে ব্রহ্মকে "পরিভূঃ, স্বয়ংভূঃ" বলা হইয়াছে সেখানে ব্রহ্মের পূর্ণ খ্যাতি দিয়া, ব্রহ্ম সাধকের জীবনেও উভয়কে সমান আদর স্বীকার করা হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের পথে যে ব্রহ্মজ্ঞান উভয়কেই সেখানে সম্মান পূর্ব্বক স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমরা বলিব ঈশোপনিষদে ইহা অপূর্ব্ব বিশিষ্ট সমন্বয়বাদ। পরের দুইটি মন্ত্রে ইহার পূর্ণ জ্ঞাপন পাইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ১৩ মন্ত্র

সম্ভূতি ও অসম্ভূতির ভিন্ন ভিন্ন ফল

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ
ইতি শুশ্রুম ধীরানাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥

(১) অন্যদেব আহু সম্ভবাৎ, অন্যং আহু অসম্ভবাৎ

অর্থ — আচার্য্যগণ বলেন, সম্ভূতি হইতে ভিন্ন ফল; এবং অসম্ভূতি হইতে পৃথক লাভ হয়, তাহা অপর কৃতবিদ্য সাধকরা বলেন।

সম্ভূতি 'স্বয়ংভূ' হইবার পথ। অর্থাৎ নিজকে নিজেই জানা। ইহা রাজযোগে প্রাপ্তব্য সমাধির পূর্ণ পথ। ঋগ্বেদ, ১০।১২৯ হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে অনেকখানি গাথা আছে। সেখান হইতে আমরা জানি, হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির সুপুত্র ছিলেন। তাঁহাকে 'আত্মদা, বলদা' ইত্যাদি খ্যাতি দেওয়া হইয়াছে ও প্রত্যেক পদের শেষে তাহাকে বিশেষ সম্মান দিয়া আবৃত্তি করা হইয়াছে, 'কস্মৈ দেবায় হবিষ্যা বিধেম'। হিরণ্যগর্ভ প্রাচীনকাল হইতেই রাজ যোগের শ্রেষ্ঠ ও প্রথম পরিচালক। তিনিই আত্মজ্ঞান ও বল সঞ্চয়ের পথ দিয়া সমাধির প্রকৃষ্ট আচার্য্য হন। কি করিয়া নিত্য সত্ত্বস্থ হইয়া আত্মবান্ হওয়া যায় তাহার অনুশীলন প্রকাশ করেন। যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ (প্রপঞ্চ) ও জীবের প্রজ্ঞাও পৌঁছাইতে পারে না তখন সমাধি ক্ষেত্রে আত্মার দ্বারাই আত্মা বিজ্ঞাত হন (মাণ্ডুক্য উপ—৭)। ঋষি পাতঞ্জল পরে যোগ শাস্ত্রে বলেন, ধর্ম্ম মেঘ সমাধি (কৈবল্য-পাদ, সূত্র-২৯) ও কৈবল্য আবির্ভাব হইলে যোগী জীবনের যবনিকা পতন হয়। আধুনিক কালেও স্বর্গীয় রামতীর্থ মহারাজ এবং স্বনামধন্য পাওয়ারী বাবা জাহ্নবী তীরে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

(২) ইতি শুশ্রুম ধীরানাং যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে।

অর্থ - এই পর্য্যন্ত আমরা শুনিয়াছি, তাঁহাদের কাছে, যাঁহারা ধীর ও বিচক্ষণ বলিয়া সন্মান পাইতেন।

উপরে হিরণ্যগর্ভ প্রচলিত সমাধি পথের বর্ণনা পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্র হইতে যথাসাধ্য উল্লেখ করিলাম। সম্ভূতি মার্গের শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্ট জানা যে কত কঠিন তাহা দেখিলাম।

এক্ষণে তন্ত্রপথ কি করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বৈদিক ধর্ম্মের স্রোতে স্থান করিয়া লইলেন তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (চণ্ডী), দেবী ভাগবত, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি তন্ত্রসাধনের গণ্য মান্য শাস্ত্র; সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পৌরাণিক যুগে তন্ত্র-শাস্ত্র শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেন। 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তি-রূপেণ সংস্থিতা' অথবা 'নিদ্রারূপেন সংস্থিতা' কিংবা 'স্মৃতিরূপেন সংস্থিতা' প্রভৃতি ৺চণ্ডীর মহাবচন ধরিয়া জনসাধারণের মনে 'যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা' মহামন্ত্রে শরণাগতির জন্য প্রতিষ্ঠা পাইল। যোগীরা সমাধির পথে থাকিলেও অব্যাকৃতা প্রকৃতি মা'র শরণাপন্ন হইতে লাগিলেন। আমাদের দেশে পরমহংস রামকৃষ্ণ ঠাকুর, বামা ক্ষ্যাপা প্রভৃতি বিখ্যাত সাধুজন বাংলার শিক্ষিত সমাজেও যোগী এবং মাতৃভক্ত বলিয়া একধারে স্বীকৃত হইলেন। ইহাতেই বোঝা যায় যোগ ছাড়িয়া বা সঙ্গে লইয়া মাতৃচরণ আশ্রয় করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইলেন না।

ঈশোপনিষদে ঠিক পরের মন্ত্রেই এইরূপ প্রত্যাশার বার্ত্তা আমরা শুনিতে পাইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ১৪ মন্ত্র।

সম্ভূতি ও অসম্ভূতি সাধনের সমণ্বয়

(চিৎ সোপান ইহাই এখানে শেষ হইবে)

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদ উভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুংতীর্ত্বা২সম্ভূত্যা২মৃতমশ্নুতে

(১) সম্ভূতিং চ বিনাশংচ যঃ তৎ বেদ উভয় সহ।

অর্থ – সম্ভূতি এবং বিনাশ ও (ইহা কি অসম্ভূতিকে উল্লেখ করা হইতেছে?) উভয়কে যাঁহারা জীবন-বেদ দ্বারা নিজ উপলব্ধিতে জানেন। পরের পংক্তি দেখা উচিত।

(২) বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা অসম্ভূত্যা অমৃতম্ অশ্নুতে॥

অর্থ—বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া অসম্ভূতির দ্বারা অমৃত লাভ হয়।

দুইটি পংক্তি একসঙ্গে লইলে প্রতীয়মান হয়ঃ

প্রথম পংক্তিতে সম্ভূতি (সমাধি পথ) দ্বারা আমিত্বের বিনাশ ঘনাইয়া আসে। তখন হয়ত অসম্ভূতির পথ (অব্যক্তা প্রকৃতির সাধন) উচ্চারিত না হইলেও অন্তরে থাকে।

দ্বিতীয় পংক্তিতে, সম্ভূতির পথে আমিত্বের বিনাশ আগত প্রায় জানিয়া, আত্মাকে অমর রূপে স্থিরীকৃত বুঝিতে পারিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর বিভীষিকাকে উত্তীর্ণ হইয়া, অসম্ভূতি (তন্ত্র কথিত মা'কে) অনুসরণ পূর্ব্বক অমৃতের প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক।

তাৎপর্য্য— সৎ ও চিৎ সোপানের অমৃত আহরণের বৃত্তান্ত ঠিক ভাবে বুঝিতে হয়। সৎ সোপানে বাহ্যতঃ হিসাবে সমন্বয়ের খতে পূর্ণতায় অন্তর ভরিয়া যায়। এক্ষণে চিৎ সোপানের ওঠা পড়ার ব্যাপারে সমাধির ওজন পাল্লায় জীবন শূন্যতায় খালি হইতে চলিল।

এক্ষণে অমৃত বর্ষিনী শক্তি মায়ের সহানুভূতিতে একটা দিশে-হারা অতৃপ্তি জমিয়া উঠিলেও, উভয় পক্ষের চরিতার্থে চিৎ সোপান ছাড়িয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সোপানে অমৃতের পর্য্যাপ্ত সাধনার জন্য সত্য লোকের উদ্দেশে যাইবার নিমিত্ত অন্তর ব্যাকূল হয়। (কঠ উপ, ১।৩।১১ বিবেচ্য)

রাজ যোগের পথ ছাড়িতে হইল বলিয়া আমিত্বের মায়া ত্যাগের জন্য কতকটা সেইরূপই রবীন্দ্রনাথের রচিত উদাস ভাব যেন মনে আসেঃ

"হান তব বাজ হৃদয় গহণে, দুখানল জ্বালা তায় হে।
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে, সে জল দাও মুছায়ে হে॥'

আবার অমৃতের আশ্বাসে নূতন আশা যেন পাইঃ—

'যে দর্শণ শ্রবণে, প্রাচীন মহাজনে
মত্ত করে রেখেছিল দিবস রজনী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভাবে সেই রূপে, চিদানন্দ রসকূপে
রাখো ডুবাইয়ে মাগো, হৃদয় বিনোদিনী ॥'

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সঙ্গীত)

এই গানটি আচার্য্য কেশব চন্দ্রের প্রণীত সেবকের নিবেদন গ্রন্থের চূড়ান্ত নিদর্শন। এখানে যে প্রাচীন মহাজনের দর্শন ও শ্রবণের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা উপনিষদের 'বিপশ্চিৎ' শব্দের প্রতিধ্বনি। বিপঃ + চিৎ = vibration (স্পন্দন) + সাধকের চিৎ যাহার সমাদর হয়। তৈত্তি উপ, ২।১।৩, কঠ উপ, ১।২।১৮। কঠ উপ ১।৩।১১ অনুসারে মাতা প্রকৃতি সেই পরমপদে পৌঁছাইতে পারেন। গানটিও কি সেইরূপ সাক্ষ্য দিতেছে না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ১৫ মন্ত্র

সত্য লোকের তোরণ দ্বার

হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তৎত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে

পূর্ব্ব মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভের (সম্ভূতির) আশীর্ব্বাদে আমিত্বের বিনাশ হইল। অব্যাকৃতা প্রকৃতি (অসম্ভূতি) উৎসাহ দিলেন যাহাতে সচ্চিদানন্দের সমীপে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। এক্ষণে দেবগণ, নরগণ সকলেই আমাদের গুরু স্থানীয়। সকাল বেলার সন্ধ্যা বন্দনার বিশেষ উপযোগী মন্ত্র যেমন হৃদয়ে ধারণ করি, আজও তাহাই উচ্চারণ করি।

"কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং॥

ইহার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে আশার বাণী পাওয়া যায় তাহা আশান্বিত করুক,

"কাহার অভিষেকের তরে, সোনার ঘটে আলোক ভরে
ঊষা কাহার আশীষ বহি, হোল আঁধার পার।
কার জীবনে প্রভাত আজি, ঘুচায় অন্ধকার ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার ঈশোপনিষদের মন্ত্রে যেমন সূর্য্যের উদ্বোধন মন্ত্র পাই তাহা পাঠ করি :—

(১) হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিতম্ মুখম্।

অর্থ — ঐ যে আকাশে, স্বর্ণময় সূর্য্যের ঢাকনি প্রকাশ পাইতেছে, উহা অনাবৃত হইলে সত্যের অপ্রকাশ তত্ত্ব দর্শকের গোচর হইবে।

কথাটা বুঝিতে হয়। সূর্য্যদেব ঐ আবরণ বহন করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া জগৎ পারাবারে যাঁহারা তপস্যায় আছেন, তাঁহাদের আমন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহারা অগ্রসর হউন, হিরন্ময় পাত্র মোচন করিয়া সংসারের সার সত্যতত্ত্ব নিজ চক্ষে আবিষ্কার করিয়া ধন্য হউন।

অপিহিতম্ : অপি অর্থাৎ আরও বা অধিকতর। হিতম্ : অর্থাৎ মঙ্গলজনক। মানব জীবনের পরাকাষ্ঠা মঙ্গলবার্ত্তা সূর্য্য-দেবের কাছে গচ্ছিত আছে।

(২) তত্ত্বম পুষণ অপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

অর্থ সেই তত্ত্ব (অথবা ত্বৎত্বম্, তোমাকে নিজেকেই) হে পূষণ দেবতা, তুমি নিজেই খুলিয়া দেখাও, যাহাতে সত্য ধর্ম্ম জানিবার ও বুঝিবার সামর্থ ও সৌভাগ্য দর্শকের হয় ও তাহা ঠিকমত উপলব্ধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকের এই আকিঞ্চন কি বৃথায় যাইবে ?

সত্য ধর্ম্ম কাহাকে বলে ? যে ধর্ম্ম "স" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভাসিত হইয়া 'ত' অর্থাৎ জগৎ পর্য্যন্ত "য়ম্" সূর্য্যদেব দ্বারা গচ্ছিত থাকে তাহাকেই বলা হয় সত্যম্। ইহা ব্রহ্ম হইতে জগৎ কেন্দ্রে এবং জগৎ হইতে ব্রহ্ম সত্ত্বায় সঙ্কল্পমত ফিরিয়া যাইতেছে। এই তত্ত্বটি পরে যথা সাধ্য বর্ণিত হইবে।

পূষণ দেবতা কে ? তিনি সাধন জীবনে পুষ্টি দান করেন। মানুষের পঞ্চ দেহে (অন্নময় কোষ প্রভৃতি) সূর্য্যদেব (পূষণ) সমস্ত সুবিধা ও সুযোগ সরবরাহ করেন (তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহা বিষদ ভাবে মানুষের হিতের জন্য বর্ণিত হইয়াছে) এখানে তাহা বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ১৬ মন্ত্র।

সূর্য্যদেবের আবাহন ও পরব্রহ্মে শান্তি

(সত্য লোক)

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

আদিত্য মণ্ডলের পথের মধ্যে সূর্য্যাত্মার আবাহন মন্ত্রগুলি ধীর ভাবে ধারণ করি—

(১) পূষণ — এই নাম ত পূর্ব্ব মন্ত্রেই পাইয়াছি। হে অন্নদাতা সূর্য্যদেব, তুমিই পুষ্টিদানে প্রাণদাতা, মনোযোগ দাতা তপস্যা ও রসদাতা হইয়া আনন্দময় করিলে ও অমৃতের চরমতীর্থে সঙ্গে আনিলে! তোমার শুভযাত্রা জয়যুক্ত হউক।

(২) একর্ষি — এক ভাবে যিনি ঋষি অর্থাৎ দৃষ্টিদান দিতেছেন। তুমি ব্রহ্মচারী ব্রত সাধনের পর ও গার্হস্থ আশ্রমের আনুকূল্যে "স্বাধ্যায় প্রবচনেন চ" (তিত্তিরীয় উপ, ১।৯) প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্র গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তনের সময় যাহা পাওয়া যায় তাহার জন্য সম্যক উৎসাহ দাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সকল পথই যে আছে বাকি তাহা তুমি ভুলিতে দাওনা ॥ ॥'
'যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে ॥'

আবার রাত্রে সুষুপ্তির মধ্যেও 'সবিতা' হইয়া ডাক দিয়া যাও নিশী-থের নিদ্রার অন্তরালে এবং উৎসাহের বরমালা বুকের কাছে রাখিয়া যাও (ঋগ্বেদে সবিতৃদেবের গাথা, ১।৩৫ দ্রষ্টব্য)। দেবর্ষি নারদ, রাজর্ষি জনক ও মহামহর্ষি যাজ্ঞবল্ক (যিনি সূর্য্যাত্মার প্রেরণায় শুক্ল যজুর্বেদের রচনা সম্ভব করিতে পারিলেন) একমনে, এক ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প পাইয়াছিলেন। এখনও ত কবি গাহিলেন — একমনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটি বাজা' (রবীন্দ্রনাথ)

ইহাই কি যোগীদের সুষুম্না তার নহে ?

(৩) যম—হে সূর্য্যদেব, তুমি জীবনে সংযম অভ্যাস সারা-জীবনের ব্রত বলিয়া দাও। মরণের পর তোমার দ্বারে উপস্থিত হইতে হয় ও তুমি পুরস্কারের মীমাংসা করিয়া থাকো। নচিকেতা যখন তোমার দুয়ারে তিন রাত্রি অপেক্ষা করিয়া তোমার দর্শন পান, তখন বালক নচিকেতা তোমার কাছে মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। হে যমরাজ তুমি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য হাতিঘোড়া প্রভৃতি এবং সুগায়িকা নর্ত্তকীদল উপহার দিবার প্রস্তাব ক'রো ও জগতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জীবনটা ভোগ করিতে বলিয় ছিলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা নচিকেতার উত্তর ভুলিব না। নচিকেতা বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে যতদিন থাকিব, কেবলই মনে হইবে, মরণের পর আবার তো তোমার সম্মুখেই উপস্থিত হইতে হইবে? তোমার হাতি ঘোড়া ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা তোমারই থাকুক।

'তবৈব বাহা, তব নৃত্যগীতে' (কঠ উপ, ১।১।২৬)। আমরা যেন জগতে স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারি, কোন আমোদ আহ্লাদকে আমাদের জীবনের ভার লাঘব করিতে চাহিব না, আবার কোন প্রকার ভার লইয়া নিজের বোঝাও বাড়াইব না। নিজের ভার নিজেই বহন করিয়া যেন স্বাভাবিক ভাবে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে পারি।

নচিকেতার অপূর্ব্ব ভাষণ আমরাও হৃদয়ে লইয়া যমরাজের দরবার হইতে অগ্রসর হইবার অনুমতি চাই। (এখানে যম ও সূর্য্যকে পৃথক করিয়া ঈশোপনিষদে বলা হয় নাই। বেদে কিন্তু যমকে সূর্য্যদেবতার সন্তান বলা হইয়াছে, (যেমন যমের স্তুতি, ঋগ্বেদ ১০।১৪ পাঠ করিলে জানিতে পারি। আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।)

(৪) সূর্য্য — ইনি মাতা অদিতির অষ্টম সন্তান। অদিতি তাঁহার সাতটি আদিত্য সন্তানকে লইয়া দেবলোকে চলিয়া যান। সূর্য্যকে মরলোকের অমৃতম্ সেবার জন্য উৎসর্গ করে যান। (ঋগ্বেদ ১০।৭২।৫ দ্রষ্টব্য।) সূর্য্য একর্ষি হইয়া নিত্যব্রত পালন করেন। 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়' অর্থাৎ বিষ্ণু পরম দেবতার পরম পদ সূর্য্যের উপাসকগণ দেখিতে পান সূর্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাবিত কল্যাণ ও কিরণে। আবার পৃথিবীতে যাঁহারা সূর্য্যের ধ্যানে দিবানিশি ব্যাপৃত আছেন তাঁহারাও আংশিক ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করেন। 'দিবি ইব চক্ষু আততম্,' আকাশের মত আত্মচক্ষু দ্বারা। আমরা তো এই দুই প্রকার সূর্য্য উপাসক দলকে ছাড়িয়া অনেক উর্দ্ধে আসিয়াছি পূষণের কৃপায়। এখন সূর্য্য সম্বন্ধে কেবলই ভাবিতেছি — 'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন তোমার সাথে হয় গো চেনা।' শুধু একটি বার প্রজাপতিকেও পথে দর্শন করিয়া যাই। আদিত্য মণ্ডলেই।

(৫) প্রাজাপত্য — অর্থ প্রজাপতির তনয়।

পুত্র স্থানীয় বটে। কারণ সূর্য্য প্রজাপতির নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করেন। প্রজাপতি তাঁহার গুরু হিসাবে পিতৃস্থানীয়। প্রজাপতি সর্ব্ববেদের ছন্দগুলিকে আকার প্রকার দেন, জগতে প্রাণায়ামের পদ্ধতি সম্ভব করেন। তাঁর পুত্র হিরণ্যগর্ভ সমাধির গুরু হন, তাহা আমরা সম্ভূতি ও অসম্ভূতি সংবাদ (১২-১৪ মন্ত্র) পাইয়াছি। প্রজাপতিকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম। যাহা সূর্য্যের কাছেও এখান হইতে পৌঁছায়।

(৬) এইবার সূর্য্য সাক্ষাৎ। সূর্য্যদেবকে বলা হইতেছে —
'ব্যূহ রশ্মীন্, সমূহ তেজো।'

অর্থ — তোমার কিরণ সমূহ এক কাতারে ছন্দ বদ্ধ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাজাও, যাহাতে তোমাদের সম্মিলিত সাহায্যে, তোমার পাশে থেকেও আমরা অনায়াসে তোমার ইচ্ছামত দেখিতে পাই। আর তোমার তেজের এই যে বিক্রম, তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিনা। আমাদের ক্ষমা করিয়া তোমার তেজকে তুমি তোমার সত্ত্বায় ফিরাইয়া লও। তোমার তেজ তোমার থাকুক।

বড় সহজ সরল কথা সাধকের উপযুক্ত বটে!

শ্রী অরবিন্দ আমাদের মনের কথাই বলেন, বূহ শব্দের মূল অর্থ সন্নিবেশ বা বিন্যাস করা (marshal), সমূহ=draw, সংবরণ কর।

শ্রী অরবিন্দ নিজেই ঋষি ছিলেন। তাঁর বাণী একটু খানিক উদ্ধৃত করিতেছি :—

"এই ইন্দ্র (মন) প্রাণশক্তির ঋষি, এবং সত্য ও ঋতের প্রদর্শক। ইন্দ্র আচ্ছাদন কারী বৃত্রকে সংহার করিয়া অন্ধকার দূরীভূত করেন এবং সূর্য্যকে আমাদের মধ্যে উদিত করেন এবং চতুর্দ্দিক, সূর্য্যের রশ্মিদ্বারা আবৃত করেন। সূর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রকাশক, তিনি সবিতা। তিনি এই মরলোকে অমৃতত্ত্বের লোক বা অবস্থা প্রকাশ করেন। অহমিকা, পাপ ও দুঃখের দুঃস্বপ্ন দূর করেন। তিনি প্রাণকে অমরত্বে, কল্যাণে ও আনন্দে পরিবর্ত্তিত করেন। বৈদিক দেবতাগণ মানবের ঈশ্বরের নিকট গমনের ও উন্নতির রূপক"। বৈদিক দেবগণের এই সুন্দর চিত্র আমরা শ্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দের নিকট পাই। তাঁর ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রী প্রফুল্ল কান্তি বসু, তাঁর "বাংলায় উপনিষৎ" গ্রন্থের ঈশোপনিষৎ পৃঃ ৩০ হইতে গৃহীত হইল।

সুর মিলাইয়া কান্ত কবি রজনীকান্ত একটি গানে ভাব দিলেন:

"বিবেক বিমল জ্যোতিঃ তুমি, জ্বেলেছ হৃদয় কুটীরে,
আমি তোমারি আলোকে তোমারে দেখেছি।
তোমারি চরণ ধরেছি শিরে।
আরও একবার এসো প্রভু এসো, দীপ্ত মিহির রূপে
পাপ যামিনী পোহাইব, ঊষা উদিবে পুণ্য কিরণে ধীরে॥

ঠিক এইমতই রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন গাহিতেন:

"এসো হে এসো সুন্দর, ওহে নব তপন,
খুলি মন্দির দুয়ার সখা, আঁধারে রয়েছি দাঁড়ায়ে একা,
কখন উদিবে তরুণ রেখা, ভরিয়া নয়ন মন" ....

আমরা আবার ঈশোপনিষদে ফিরিয়া যাই।

(৮) যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ।

অর্থ— ঐ তো ঐ তো সেই পুরুষ। সাধক নির্নিমেষ নয়নে দেখিয়া বলিতেছেন। ইহা ও সূর্য্যকেই বলা হইল।

পুরুষ বলিতে যিনি হৃদয় পুরীতে শয়ন করিয়া আছেন। সূর্য্য নিজ সত্ত্বায় দেখাইতেছেন, যেমন বলা হইয়াছিল। "সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"। এবং সাধক নিজ উপলব্ধিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিও তো নিজ হৃদয় পুরীতে পরমাত্মার কৃপায় ইহা উপলব্ধি করেন। তবে "অসৌ অসৌ" দুইবার কেন বলা হইল? আনন্দে দুই বার বলা হইল? না ইঙ্গিত করা হইল, যে পুরুষ একই সময়ে সূর্য্যের এবং সর্ব্ব মানবের হৃদয় পুরীতে শায়িত রহিয়াছেন?

নিজের কথাই ভাবি। ৮ মন্ত্রে যাঁহাকে আনন্দ রূপে হৃদয়ে নিভৃতে পেয়েছি, সঃ পর্য্যগাৎ, তিনিইত সব দিক হইতে আছেন। তারপর সৎ সোপানে, চিৎ সোপানে অমৃতের জন্য কত ঘুরিছি। এক্ষণে ১৬ মন্ত্রে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কাছে সত্যলোকে সত্যধর্ম্ম জানিবার জন্য সূর্য্যদেবতার কাছে আসিয়া সেই পুরুষকেই দেখিলাম যিনি আনন্দ, যিনি অমৃত। অর্থাৎ আনন্দকে পাই ও অমৃত হইয়া যাই। সব আশাত পূর্ণ হইল। মুণ্ডক উপনিষদে এই কথাই ত বলা হইয়াছে, "আনন্দ রূপম্ অমৃতম্ যৎ বিভাতি" (২:২ ৭)। তিনি আনন্দরূপ, তিনিই অমৃত। যাঁহাকে বিভাতি অর্থাৎ আত্মার জ্যোতিঃতে একসঙ্গে দেখা যাইতেছে। আবার সে আত্মা সম্বন্ধে ও মুণ্ডকে বলা হইয়াছে, ' অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ" (২।২।৫)। অর্থাৎ আর সব কথা ছাড়িয়া দাও, আত্মাই অমৃতের সেতু। তিনটি কথা স্থির জানিয়া লও :—

(১) আত্মার অমরত্ব আমিত্বের বিনাশের পর [১৪ মন্ত্র] আরও স্পষ্ট হইয়াছে [২] অখণ্ড সচ্চিদানন্দের কাছে সত্যলোকে আসিয়া সূর্য্যদেবের সাক্ষ্য পেয়ে সম্মিলিত আনন্দ + অমৃতের দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া হইল [৩] তিনিই যে আনন্দময় তাহা ত তুমি পূর্ব্বেই জেনেছ (৮ মন্ত্র) তবে আর ভাবনা কিসের ?

অসৌ অসৌ বলিতে একই পুরুষের দুই প্রকার রূপ হয়। একটি বিজনে, অন্তরের গভীরে যেখানে তিনি তপস্যার ধন=তিনি ব্রহ্ম। আর একটি মূরতি যাঁহাকে জগতের সম্পর্কে সত্যরূপে লীলাময় ভাবে জানা যায়— তিনি পরব্রহ্ম। এইতো একটু পূর্ব্বেই বেদের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রী অরবিন্দ বলিলেন, সত্য ও ঋতের দুই ভাবই হয়। সন্ধ্যা বন্দনার মন্ত্রে এইরূপ আখ্যা তো বারবার পাই। ঋতম্=ব্রহ্ম। সত্যম্=পরব্রহ্ম। অথচ তাহাই উভয়ে মিলিয়া একই।

বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রে দ্বিবিধ রূপ তাহাই তিনবার শুনিতে পাই, যাহা সনাতন ধর্ম্মে নানা শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে —

(১) ঋতম্ সত্যম্ পরব্রহ্ম (বৈদিক শাস্ত্রে সন্ধ্যাবন্দনায়)
(২) পুরুষম্ কৃষ্ণপিঙ্গলম (বৈষ্ণব গ্রন্থের সাধনায়)
(৩) উর্দ্ধলিঙ্গম্ বিরূপাক্ষম্ বিশ্বরূপম্ নমঃ নমঃ (এখানে শিব-শক্তির যুগল আরাধনা আদৃত হইয়াছে আবার পৃথক ভাবেও লওয়া যায়)।

তবে ত অসৌ অসৌ পুরুষ বলিতে যুগল মূর্ত্তি সর্ব্বত্র রহিয়াছে। ঈশোপনিষদের এই স্থলের উল্লেখ ভারতের সকল দেবালয়ে বৈষ্ণব এবং শৈব (বা শক্তি) আদর্শেই সেই ভাবই প্রচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকে রানীর শেষ গানে পাই।

'আমার প্রিয়, আমার শ্রেয় আমার হে পরম (ব্রহ্ম)
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সকল ঝরে, সকল ভরে। আসুক
সে চরম (পর ব্রহ্ম)
মরুক এই আমি "।

আমিত্বের বিনাশ তো হওয়াই চাই। বৈষ্ণব কবি কি রানীর মত গান করেন নাই ?

"জীবনে মরণে, নিখিল ভুবনে, প্রাণনাথ হয়ো তুমি"।

রাসলীলায় সকল গোপিনী উপলব্ধি করলেন কৃষ্ণ সকলের সাথে একই সময়ে পৃথক ভাবে একসঙ্গে লীলা করেছেন। উপরে (১), (২) এবং (৩) বলিয়া ত্রিবিধ যুগল রূপ দেখিলাম। এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের গানে ত্রিবিধ ব্রহ্মের স্বরূপ পাইতেছি —

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতিঃ তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুখ জ্বালা সেই পাসরে।
তোমারি ধ্যানে তোমারী জ্ঞানে, তব নামে কত মাধুরী,
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে"।

এই আলোচনা এখানে শেষ হইল। এইবার আনন্দ রূপম্ অমৃতম্ আত্মতত্ত্বের সহিত সম্মিলিত হইয়া যে মহামন্ত্র ঈশোপনিষদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচারিত হইল তাহা এইবার শ্রদ্ধা ভরে আখ্যাত হইল ঃ

(৯) সো অহম্ অস্মি।

অর্থ—সেই তিনি ও আমি অভিন্ন। (অ-হম্=আর হেয় নহি সূর্য্যনারায়ণ যেমন নিজ সত্ত্বায় যুগ যুগ ধরিয়া উপলব্ধি করিতেছেন ও এক্ষণে সাধক সান্নিধ্যে ও প্রকাশ করিলেন, তাহাতেই বল পাইয়া সাধক ও সেই অভিন্নতা বুঝিয়া কৃতার্থ হইলেন।

বাক্যে ইহা প্রকাশ করা যায় না। যিনি প্রিয় ও শ্রেয় (ব্রহ্ম) যিনি অমৃতময় চরম (পরব্রহ্ম)। একধারে বেদের সময় হইতে ক্রমশঃ সনাতন ধর্ম্মের সব মঞ্চে আত্ম প্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে বারবার প্রণাম করে, তাহারই শরণাগতি প্রাণ ভরে ভিক্ষা চাই।

আধ্যাত্মিক জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা ত ঈশোপনিষৎ আমাদিগকে অকাতরে দান করিলেন। এইবার ইহ জীবনের শেষ খেয়ার জন্য প্রস্তুতির মন্ত্র। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ব হইতে শুধু বলিতে চাহি ঃ—

কঠ উপনিষদে ২।৩।১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম "ঊর্দ্ধমূলম্"। ঈশোপনিষদে দেখিলাম সংসার-বৃক্ষের সূর্য্যই ঊর্দ্ধমূলম্ যেখানে পৌঁছালে তবে সেই সঙ্গে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাহা হইলে শরীর ছাড়িবার সময় কি সাধক ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া মহাপ্রস্থান পথে 'সো-অহং' 'আমি তো তোমারি গো' তাহা পূর্ণভাবে জানিবেন ? তাহাই কি শেষ দুইটি মন্ত্রের মর্ম্মকথা বলিয়া আমরা এবার জানিব ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ ১৭ মন্ত্র

শেষ খেয়া

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

শেষের দুইটি মন্ত্রে সাধকের 'তিনি' স্থলে 'আমি' ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন ঐ মন্ত্রে বিবৃত আছে।

(১) বায়ু অনিলম্ অমৃতম্ অথঃ ইদম্ ভস্মান্তরং শরীরং।

শব্দার্থ — বায়ু (পঞ্চ বায়ু, তাহাদের মুখ্যপাত্র মাতরিশ্বা, যাহাকে সূত্রাত্মাও বলা হয়, ৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। এখানে জীবাত্মা পঞ্চ সূক্ষ্ম দেহ অনিলম্—) যাঁহার নিলয় বা বাসস্থান নাই, অ = ব্রহ্ম, নিল = আকাশ। যিনি আকাশেই অনিকেত (আবাসহীন)।

অমৃতম্ — সূর্য্যাত্মক সর্ব্বাত্মা কিন্তু মূলতঃ পরব্রহ্ম।

অথ (সুতরাং) ইদম্ (এই পার্থিব) ভস্মান্তরং (ভস্ম হইলে পর অথবা যাহা হইয়াছে) শরীরং (স্থূল শরীর)

ভাবার্থ — প্রাণ বায়ুর সুবাতাসে, আত্ম তত্ত্বের প্রেরণায় সাধকের পঞ্চ দেহের সূক্ষ্ম অংশ সমস্তই ভাসিয়া যাইতেছে 'সো অহম্' স্বরূপ আনন্দ রূপম্ অমৃতের সঙ্গে। তবে সূর্য্যদেবের অমৃতম্ আনুকূল্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ঐ যে পার্থিব স্থূল শরীরের অংশ যাহা ভস্মীভূত হইয়া ইহলোকে পড়িয়া রহিল অগ্নিদেব তাহার শেষ ব্যবস্থা করিবেন।

(২) ওঁ ক্রতোস্মর, কৃতংস্মর, ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর।

ওঁ—ওঁ মন্ত্রকে সাক্ষ্য করিয়া সব টুকুই বলা হইতেছে। ঐ শব্দ ব্রহ্ম যথার্থ সাক্ষী হউন। তিনি সমস্ত সত্যই জানেন। আবার তিনি ব্রহ্মের প্রতীক ও বটে।

তাঁহাকে বলা হইতেছে, যাহা কিছু মনের সঙ্কল্প ইহলোকে সঙ্গে ছিল এবং এক্ষণে পরলোক সাথী হইতেছে, অগ্নি তুমি ত সবই জান। স্মরণ রাখিও।

আর যাহা কিছু কর্ম্ম ইহ জীবনে সম্ভব হইল তাহাও ভুলিও না।

এই তো জীবের ভবপারে সম্বল। ক্রতো এবং কৃতম্। সমস্ত কৃত— অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান, যাহা ব্রহ্ম নামে ইহ-জীবন সমর্পণ সার্থক হইয়াছে।

ক্রতু শব্দটি মনের সঙ্কল্প। যাহা করা হইয়াছে তাহা যেমন স্মরণীয়, সেই রূপ যাহা করা হয় নাই কেবল চিন্তায় বা সঙ্কল্পে রহিয়া গিয়াছে তাহাও স্মরণ করিবার জন্য অগ্নির কাছে শেষ নিবেদন। যজুর্বেদে ঠিক এই রূপ মহামূল্য মন্ত্র আছে। ওঁ শিব সঙ্কল্পম্ ইতি, শিব সঙ্কল্পম্ অস্তু (যজুর্বেদ, ৩৪।১-৬) শিবের নামে যে সঙ্কল্প সম্ভব হইয়াছে এ জীবনে এবং সেই সঙ্গে ইতি হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ছাড়া শিব সম্বন্ধে যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা তাহারই মঙ্গল ইচ্ছায় পূর্ণ হউক।

তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক করুণাময় স্বামী। আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ — ১৮ মন্ত্র

অগ্নি মন্ত্রে শেষ দীক্ষা

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান
বিশ্বানি দেব বয়ুনানিবিদ্বান্ ।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥

(১) অগ্নে, নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ ।

হে অগ্নি দেবতা লইয়া চলো, সুন্দর পথে, 'রায়ে' অর্থাৎ কর্ম্মফল দিয়া যে পথ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, পরলোকের মার্গে। 'অস্মান' আমার সূক্ষ্মদেহের সকল অঙ্গই তো তোমার সাথে রহিয়াছে। আর বেশী কি বলিব ।

'হাত ধরে মোরে লয়ে চলো সখা,
আমি ত পথ চিনিনা'।

(২) বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।

হে বিশ্বের সকল গতির অধিপতি, তুমি ত জাতবেদা কর্ম্ম হইবার সময় হইতেই তুমি তাহার সমস্ত মর্য্যাদা বেদের মত জানিয়াছ। সকল 'বয়ুনানি' তোমার বিদিত আছে।

বয়ুনানি বলিতে বস্ত্রতে বয়ন হয়, তাহা জ্ঞাপন করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। সাধক ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, 'ঈশাবাস্যম্ ইদম্ সর্ব্বম' বলিয়া সারা পথের সকল 'ক্রেতা ও কৃত' (উপরে দেখুন) আচ্ছাদিত করিবার অনুগ্রহ চাওয়া হইয়াছিল তাহা তো অগ্নিদেবতার সমস্তই জানা আছে। সেই আচ্ছাদনের সকল বয়ন, 'আমার মলিন অহঙ্কার' সবই তো তোমার করতলগত হইয়াছে। 'আমার অনাগত, আমারও অনাহত তোমার বীণা তারে বাজিছে তারা'। অগ্নিবীণায় সেই তার স্পর্শ করে তুমি বাজাও, আমার সমস্ত অতীত বাজিয়া উঠুক, 'ঐ পারের ঐ বাঁশীর সুরে উঠে শিহরি'। চারিদিকেই বীণা ও বাঁশী আমার আচ্ছাদনের মন্ত্রের সঙ্গে আমার সাথের সাথী হইয়া তোমার ইঙ্গিত মত আমাকে পথ দেখাইতেছে। এ কি আমার কম সৌভাগ্য।

(২) যুযোধি অস্মান্ যুহুরাণম্ এনম্।

শব্দার্থ— যুযোধি—দূরে মোচন কর। অস্মান্ — আমার সুক্ষ্ম দেহে সংলগ্ন যাহা দেখিতেছ। যুহুরাণম্—কুটিল চক্র বা গ্রন্থী-গুলি ঐ পুর্ব্ব কথিত আচ্ছাদন বস্ত্রে যাহা এখনও বাকি রহিয়াছে। এনম্—আমার সকল পাপ চিহ্ন।

'কত কলুষ, কত ফাঁকি, এখনও যে আছে বাকি।
মনের গোপনে, আমায় তার লাগি আর
ফিরায়োনা, তারে আগুন দিয়ে দহো—
তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহো'।

(রবীন্দ্রনাথ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি দেবতার কাছে শেষ মিনতি মন্ত্রে এবং কবির ভাষায় ও যথাসাধ্য নিবেদিত হইল।

(৪) ভূয়িষ্ঠাং তে নমঃ উক্তি বিধেম।

বারবার, বহুবার, তোমাকে অন্তরের নমস্কার যেমন জানাতে ইচ্ছা করে ও যাহা জানানো বিধি তাহা 'ভাষা হারা অশ্রুধারায়' জানাইতেছি।

নমঃ কেন বলিলাম? ম—ন নমঃ হইয়া যায় যেন উল্টে পাল্টে অগ্নিদেবতার চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাইতেছে। এই তো শেষ দেখা। সারা জীবন মস্তকে যে আগুন জ্বালাইয়া অহরহ জ্বাপন করে এসেছি, সে সব কথা, আর সে সব স্মৃতি অন্তরে ভর-পুর রহিয়াছে। তোমার অগ্নিশিখা যখন শেষবার আমার সারা অঙ্গে প্রজ্বলিত হয়ে চলেছে, তুমি সবটুকু দেখিয়া লও, ভাল ভাবে গ্রহণ করিও, আর তো আমার কিছু নাই।

মুণ্ডক উপনিষদের শেষ মন্ত্রে একটি পদে ইহাই তো শিক্ষা পাইয়াছি —

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ।
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষি শ্রদ্ধয়ন্তঃ।

মস্তকে অগ্নিধারণ রূপ ব্রত এই রূপই শিক্ষা পেয়েছিলাম॥ আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার।

পূজনীয় গুরুদেবের রচিত কৃতজ্ঞতার শেষ অঞ্জলি এইখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্পণ করে যাই —

'যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।

* * * * * *

পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি, শেষ করে দিন তাই ॥

দেব কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কেমন সুন্দর ভাবে বলিলেন,

'এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে, আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি
এ মহাজাতির মাথার উপরে, করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ

শান্তি পাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

শান্তি পাঠের মন্ত্রটি যাহাতে সহজে ধরা যায়, তাহার জন্য নিম্নে সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া লেখা হইল :—

'ওঁ পূর্ণম্ অদঃ, পূর্ণম্ ইদম্, পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায়, পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে' ॥

এই শান্তিপাঠ মন্ত্রে 'দ' অক্ষরের ছড়াছড়ি। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে মানুষের ধর্ম্ম বলিতে তিনটি দ। অর্থাৎ দ, দ এবং দ। তিনটি দ'এর অর্থ, দয়া, দম ও দান। দয়া বলিতে ভগবানের দয়া বুঝায়। দম বলিতে সাধকের আত্মদমন এবং দানের অর্থ নিজকে বা নিজের যাহা আছে তাহা জীব সেবায় অর্পন। এই তিনটি দ'কে সমন্বিত ভাবে সাধন করিলে তাহাই পূর্ণ ধর্ম্ম। সে ক্ষেত্রে ভগবানের দয়া নামিয়া আসে, সাধকের অন্তরে দম জাগে, ও সাধককে জীবনের সোজা পথ দেখায় এবং শেষে তাঁহার জীবন জীব সেবায় নামিয়া যায়। বলিতে গেলে সাধকের পথ একটি দ দ্বারা অঙ্কিত বা চিত্রিত করা যায়। আবার কোন সাধক যদি জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবা অবলম্বন করিয়া দমধর্ম্মে পৌঁছান ও তাহা অভ্যাস করিয়া ঊর্দ্ধমূখী হইয়া ঈশ্বরের দয়া লাভ করেন তখনও একটি দ অক্ষর অঙ্কিত হয়। তবে ত' তিনটি দ মিলিয়া একটি দ'এ দাঁড়াইল। এক্ষণে এইরূপ একটি করিয়া 'দ' প্রতিদিন সাধন করিলে ও তাহা-দের সংযুক্ত করিতে থাকিলে একটি দ'এর সিঁড়ি প্রস্তুত করা হয় যাহা দ্বারা দ'এর সাধক নিজ জীবনে উঠিতে বা নামিতে পারেন। এইরূপ আরোহণ ও অবরোহণের ফলে সাধক - জীবনে ঈশ্বরের ও জীবের সহিত অভিন্ন-যোগ স্থাপিত হইতে থাকে, এবং তিনি যদি এইরূপ যোগে সিদ্ধ হন তাহা হইলে, তাঁর রচিত দ'এর সিঁড়ি তাঁহার অবর্ত্তমানে, আগন্তুক সাধক দিগের জীবনে কাজে লাগিতে পারে। এইভাবে সংসারে দ'এর পূর্ণ ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম রূপ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন তাহা আর ব্যক্তিগত ধর্ম্ম থাকেনা, বরং শাশ্বত ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

এইবার শান্তিপাঠের একটি করিয়া অংশ বুঝিতে হইবে —

পূর্ণম্ অদঃ। অদঃ বলিতে কাহাকে বুঝায়? বৈদিক ধর্ম্মের মূল কথা, এক ব্রহ্ম বহু হইয়া ধরা দিয়াছেন। যখন তিনি এক, তখন তিনি ব্রহ্ম, যিনি বড়র বড়, যাঁহার চেয়ে বড় কেহ নাই। আর যখন তিনি বহু হইতে চান, তখন তিনি অদঃ। তাঁর গুণা-বলী পাই 'দ' অক্ষরে। তিনি ধরাধামে নামিয়া আসিলেন। দ, দ এবং দ রূপ গুণে গুণান্বিত ইহার মধ্যেই তাঁহার পূর্ণতা। তাই তাঁহাকে বলা হয়, পূর্ণম্ অদঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামবেদীয় সন্ধ্যা মন্ত্রে এইরূপ বহুরূপী 'অদঃ' কে প্রণতি করিবার বিধি আছে এবং তাহার মন্ত্র হইল 'ওঁ অদ্ভ্যোঃ নমঃ'। এইরূপে দেখা যায়, সেই আদি পুরুষ — যাঁহার নামের আদি অক্ষর 'অ' তে আরম্ভ ও 'দ' তে শেষ। তিনি সত্যই পূর্ণ এবং 'দ' তে পূর্ণ। ইহা প্রত্যেক সাধকের মনে রাখিবার কথা নহে কি ?

ইহার পরের অংশ, পূর্ণম্ ইদম্। 'ই' বুঝিতে যাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সেই ইহ জগৎ বুঝায়। তাহাও 'দ' তে পূর্ণ। তাই 'ইদম্'। একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই জগতের দানের অন্ত নাই। ইহার মধ্যে 'দম' ভাব প্রত্যহ, ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক ঋতুতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, কবিতার ছন্দের মত বৎসরে (বা উপনিষদের 'সমে') পরিণত হইতেছে এবং এই মহাকাব্যের শেষ নাই যেমন আদি কবি 'দ' তে পূর্ণ। সেই মত আদি কবির সৃষ্ট কাব্য ও 'দ' তে পরিপূর্ণ। কবির গুণ সাধারণতঃ কাব্যে ধরা পড়ে। তাই 'ইদম্' আমাদের কাছে জগৎ সংসারের প্রতি (অদঃ নামের) মহাকবির দয়া ঘোষণা করে। তবে ত 'পূর্ণম ইদম্' বলা সার্থক।

ইহার পরের অংশটি হইল, 'পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে'। অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণই জন্মায়। অ আদি পুরুষ, ই তাঁহার সাকারময় সৃষ্টিমণ্ডল, উ হলেন তাঁহাদের সন্তান। বিশ্বপিতার যে সন্তান যাঁহাকে আমরা মহাপুরুষ নামে অভিহিত করিতে পারি। বিশ্ব জননীর অংশে যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও যাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম আমরা দিব্য বলিয়া পরিগণিত করি, তিনি 'উদচ্যতে'। অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তানরূপী হইয়াই ও দ'তে পূর্ণ। পিতা মাতার গুণ সন্তানে। বর্ত্তিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে ত সংসারে কোথাও ফাঁক রহিল না, পিতা পূর্ণ, মাতা পূর্ণ, সন্তান পূর্ণ— সনাতন ধর্ম্মের তিনটি নিগূঢ় সত্য এই শান্তি পাঠের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

এইবার যাঁহারা এই সত্যগুলি প্রচার করিবেন, সেই আচার্য্যদের কথা দ্বিতীয় পংক্তিতে পাই। তাঁহারা এই দ'এর সুর যেমন করিয়া প্রথম পংক্তিতে বাজিয়া উঠিল তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে 'দ' তে আপ্লুত হইবেন। এখানে কথাটি হইল 'আদায়'। সুর আদায় হইলে দ তার সমস্ত রসটুকু ঢালিয়া দেয়, ও তাহা মরমে পশিয়া যায়। এই সকল আচার্য্য নিজ ঋণ স্বীকার করিয়া মহাপুরুষদের আসন লইতে চান না, তাহা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় যে বিদ্যায় দ্রবীভূত হইয়া মানব সমাজকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, তাহা কি ভুলিবার কথা? তাঁহাদের ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে মহাপুরুষদের মত পূর্ণ না বলাই শোভন। তাঁহাদিগের কাজ হইল পূর্ণতা আয়ত্ত করিয়া, তাহা যেখানে সুবিধা ঢালিয়া দিয়া তাঁহাদের অনুগামী সাধকদের অর্থাৎ শিষ্যবর্গকে পূর্ণ করিয়া দেওয়া। আচার্য্যের মর্য্যাদা সেই খানেই। তিনি পূর্ণ হইবার খ্যাতি চান না, কিন্তু তাঁর শিষ্যগণ যে পূর্ণ হইবেন সে অভিমান তিনি রাখেন। এ কথা সকল আচার্য্যের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

তাই বলা হইল, পূর্ণম এব অবশিষ্যতে। অর্থাৎ যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন (শিষ্যগণ), তাহারাও পূর্ণের ন্যায়। পূর্ণের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন বলা হইল ? ইহাতে একটু রহস্য আছে। পূর্ণ বলিলে ত তাহাদের সাধনার প্রয়োজন হইবে না। তবে সাধনা করিলেই পূর্ণতা অর্জ্জন হইবে। কিসের সাধনা ? 'দ' এর সাধনা, 'দ' এর সিঁড়ি রচনা করিতে হইবে এই জীবনে। এই সকল শিষ্যদের একটি তরুণ রাজকুমারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে হয়ত আজ রাজ-উদ্যানে খেলায় ভুলিয়া আছে, কিন্তু বড় হইলে পর নিজ মর্য্যাদা ও অর্জ্জিত মহিমার জন্য রাজ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রত্যেক মানব শিশুকে এই রাজকুমারের স্থান অকুণ্ঠিত ভাবে প্রদান করেন ও প্রত্যেক সাধকের জন্য অশীর্ব্বাদ সুচক জপমন্ত্র দেন, 'তৎ ত্বম্ অসি' অর্থাৎ তুমিই সেই। তবে ত ঈশ্বর পূর্ণ, জগৎ পূর্ণ. মহাপুরুষগণ পূর্ণ, আচার্য্যগণ মহা-পুরুষদের কৃপায় পূর্ণ এবং শেষে শিষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ-সনাতন ধর্ম্মের এই পাঁচটি সত্য ভুলিবার নয়। এই পাঁচটি সত্যের মহিমা ঘোষণায় আমাদের শাস্ত্র পঞ্চমুখ। আমরা কত বলিব ? শুধু আর একটিবার বৈকুণ্ঠের পথে যাত্রা করিতে হইলে বলিতে হয়, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্ব অবস্থায়, সবই 'দ' তে পূর্ণ এবং ইহা উপলব্ধির জন্য দম ধর্ম্ম যত শীঘ্র হয়, অবলম্বন করা, আবশ্যক। তাহা দ'এর সিঁড়ির মর্ম্মস্থান, যাহাকে শক্ত করিয়া ধরিতে পারিলে আর পতনের ভয় নাই। উপনিষদের পর, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে দম ধর্ম্মকে 'আত্ম বিনিগ্রহ' আখ্যা দেওয়া হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় ইহা জ্ঞানীর পরিচায়ক বলিয়া বিবৃত হইয়াছে (১১।৭-৯ ও ৪।২৭ দ্রষ্টব্য)। ইহার মূল কথা-অনাশক্তি, ভোগে উদাসীনতা এবং সর্ব্ব অবস্থায় সমচিত্ত হওয়া।

গৃহলক্ষ্মীগণ যেমন একটি প্রদীপের সাহায্যে অপর প্রদীপগুলি জ্বালাইয়া ল'ন, তেমনি জগৎ- লক্ষ্মীর এমনই বিধান যে দয়াময় প্রযোজিত তাঁর চির জ্যোতিঃ হইতে মানব সমাজের সকল শ্রেণীর সাধক হৃদয় দীপান্বিত হইয়া থাকে। উক্ত শান্তি পাঠের মন্ত্র এই ভাবে অন্তরে ধারণ করিলে কোন অশান্তি আর থাকে না। তাই অন্তে বলা হয়, ওঁ শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi